



# পার্থ সାରথি

পঞ্চাঙ্গ পৌরাণিক নাটক

শ্রীউৎপলেন্দু সেন

শ্রীগুরু লাইব্রেরী

২০৪, বর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

প্রক—শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি.এস.-সি  
শ্রীশুর দাইজেরী  
, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

ষষ্ঠ সংস্করণ ১৩৫৭

মুদ্রাকর—শ্রীমনীগোপাল :

ভারী প্রেস

১৪বি, শঙ্কর ঘোষ রোড, '৪

# পার্থ সারথি

## প্রস্তাবনা

~~কুলাচল~~ সন্নিকটস্থ উত্তাল তরঙ্গপূর্ণ নদীতীর । প্রলয়ের পূর্ণাভাস ।  
ভীষণ দুযোগ—ঝড়—মেঘগর্জন—বিদ্রাৗ । চারিদিকে ভীষণ  
আর্তনাদ । এক পাশে শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা-মগ্ন । তরঙ্গোচ্ছ্বাসের  
মধ্য হইতে গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব । ]

শ্রীকৃষ্ণ । শান্ত হও—শান্ত হও মাতা—  
ক্রোধ তব কর সম্বরণ ।  
নহে সৃষ্টি যায় রসাতলে,  
বিশ্ব আজ ধ্বংস হ'য়ে যায় ।

গঙ্গা । হে কেশব—  
যাক্ সৃষ্টি—যাক্ রসাতলে,  
যাক্ বিশ্ব—ধ্বংস হ'য়ে যাক্,  
কোন ক্ষতি নাহি ~~কোন~~ মোর ।

শ্রীকৃষ্ণ । শোন মাতা—

গঙ্গা । কোন কথা শুনিব না আমি ।  
এই দণ্ডে যাব আমি কুরুক্ষেত্র মাঝে ।  
দেখিব কোথায় সেই পাপিষ্ঠ অর্জুন—  
শিখণ্ডীরে রাখিয়া সম্মুখে

## পার্থ সারথি

অত্নায় সমরে

বধিয়াছে সত্যশ্রী ভীষ্মে আমার ।

প্রতিহিংসা তীব্রবহ্নি

দাউ দাউ জলিছে অন্তরে,

যতক্ষণ ধনঞ্জয় ধ্বংস নাহি হয়,

অৰ্জুনের চিতাভস্ম

যতক্ষণ উড়িবেনা গগনে পবনে

ততক্ষণ কোনো মতে পারিব না শান্ত হইবারে ।

মাতা—

একের দোষের লাগি—শাস্তি অপরেব নহেক উচিত ।

অৰ্জুন অত্নায় যুদ্ধে ভীষ্মে বধিয়াছে,

সত্য এই কথা ;

কিন্তু আর কেহ কবে নাই কোন অপরাধ ।

ঝঞ্ঝা-ঘূর্ণীবাতে—বজ্রের নিঃস্বনে—

ভীতব্রন্ত জগতের জীবকুল যত ।

বিশ্বনাশী ক্রোধ তব কর সমরণ,

শান্ত কর প্রকৃতিবে জননী আমার ।

গঙ্গা ।      হে কেশব !    তব বাক্যে বিশ্বনাশে নিবৃত্ত হইহু ।

( প্রলয়ের তিরোধান )

শ্রীকৃষ্ণ ।      এইবার স্থির চিত্তে শোন মাতা সম্ভানের কথা ।

অৰ্জুনের ক্ষমা কর তুমি—

গঙ্গা ।      না—না—নারায়ণ,

অৰ্জুনের পারিব না ক্ষমিতে ঋণো ।

হে কেশব—সবি জ্ঞান তুমি ;

## ক্ৰোড়াঙ্ক

ব্রহ্মা-অভিশাপে মৰ্ত্তধামে লইলু জনম,  
অষ্টবসু ধরিলাম গর্ভেতে আমার ;  
প্রতিজ্ঞা রক্ষার তরে—  
একে একে সপ্তপুত্রে  
নদীজলে নিজহস্তে দিয়াছি ভাসায়ৈ ।  
দেবী আমি—যদিও মানবী নহি—  
তবুও কি তাহাদের লাগি  
ছোট্টে নাই অশ্রুরাশি নয়নে আমার !  
রাক্ষসীর সম তবু করিয়াছি প্রতিজ্ঞা পালন ।  
শেষপুত্র ভীষ্মে মোর সঁপিয়া স্বামীর করে  
ধরা ত্যজি স্বর্গধামে এসেছি চলিয়া ।  
সেই দেবোপম পুত্রমোর হত আজি রণে ।

শ্রীকৃষ্ণ । সবি জ্ঞানি জননী আমার ।  
কিস্ত তবু—

গঙ্গা । নারায়ণ—নারায়ণ—  
স্বর্গধামে এতদিন কোন সুখ—  
কোন শাস্তি ছিল না আমার ।  
দেবী আমি—  
তবু মনে হ'ত—যাক্—যাক্ দূরে দেবীত্ব আমার,  
মানবী হইয়া পুনঃ যাই ধরা মাঝে—  
বক্ষে তুলে লই  
পরিত্যক্ত সর্বত্যাগী সন্তানে আমার ।  
সেই পুত্র মোর, হত আজি অগ্রায় সমরে ।

শ্রীকৃষ্ণ । মাতা—সম্মুখ সমরে ভীষ্মদেবে জিনে  
হেন বীর নাহি জিহুবনে ;

অৰ্জুন তো অতি তুচ্ছ তার কাছে ।  
 ইচ্ছা মৃত্যু বর লভেছিল সন্তান তোমার—  
 মহারাজ শাস্ত্রুর পাশে ;  
 স্নেহায় মৃত্যুরে আজি ক'রেছে বরণ  
 বীর্যবান্ বীরশ্রেষ্ঠ সন্তান তোমার ।  
 অৰ্জুনের কিবা সাধ্য বধিতে তাহারে !  
 কর ক্রোধ পরিহার—  
 ফাস্তুনীয়ে ক্ষমা কর মাতা ।

গঙ্গা । জ্ঞানি তুমি সখা পাণ্ডবের—  
 জ্ঞানি—তুমি নিজে ছিলে অৰ্জুনের রণের সারথি—  
 তাই তুমি আসিয়াছ হেণা মোরে করিতে সাস্থনা ।  
 কিন্তু শোন কৃষ্ণ—  
 শোন তুমি শেষ কথা মোর—  
 অৰ্জুনের রক্ত বিনা  
 পুত্রশোক কভু মোর হবে না নির্বাপন ।

শ্রীকৃষ্ণ । হে জাহ্নবী—  
 স্বর্গ-নিবাসিনী দেবের নন্দিনী—  
 তুচ্ছ পুত্রশোকে এ হেন অধীবা তুমি !  
 ছি—ছি—  
 এতদিন জানিতাম দেবতা মানবে অনেক প্রভেদ,  
 এতদিন জানিতাম—  
 দেবতার প্রাণ এত অল্পে হয়না কাতব,  
 সর্ব সহ অন্তর তাদের ।  
 দেবী হ'য়ে—দেবত্বের অপমান করিতেছ তুমি !

গঙ্গা । কিন্তু নারায়ণ—পুত্র মোর—

শ্রীকৃষ্ণ । এক পুত্র গেছে —

কিন্তু অগতের কোটি কোটি পুত্র তব এখনো জীবিত,  
প্রবলের অত্যাচারে অর্জরিত হ'য়ে  
আকুল নয়নে কাঁদিতেছে মার কোল লাগি !  
বিশ্বের জননী তুমি—  
নহ মানব নন্দিনী ।  
হও দৃঢ়—মুছে ফেল নয়নের জল ।

গঙ্গা । নারায়ণ—

নিষ্ঠুর পুরুষ তুমি,  
জননীর ব্যথা তুমি কেমনে বুঝিবে !  
নাহি জ্ঞান—কত ভালবাসিতাম দেবব্রতে মোর ।

শ্রীকৃষ্ণ । আর তুমি কি বুঝিবে সত্যী—

কত ব্যথা পাইয়াছি ভীষ্মের নিধনে !  
কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে যবে  
শিগগু পশ্চাতে থাকি পার্থ ধনুর্ধর  
বাণে বাণে বিধিল তাহারে—  
সর্বাস্ত্র বহিয়া পড়ে শোণিতের ধারা—  
তবুও মুখেতে তার 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম—  
কৃষ্ণপদ ধ্যান করি হাসিতে হাসিতে—  
ভারতের শ্রেষ্ঠবীর, শ্রেষ্ঠ ভক্ত মোর  
বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল আমারি সম্মুখে ।

গঙ্গা । তাই বুঝি শ্রেষ্ঠ ভক্তে বধি অগ্ন্যায় সমরে  
ভক্তাধীন নাম তব করেছ সার্থক ?

শ্রীকৃষ্ণ । বুথায় গঞ্জনা মোরে দিও না জননী ।  
সত্যের কারণে—



ধবাধামে সত্যধর্ম কবিত্তে প্রচাব  
 নবদেহ ধবিন্মাছি আমি ।  
 সাধ ছিল মনে—  
 কুকক্ষেত্রে দ্রুতত্বৈ কবিত্তা বিনাশ  
 ভাবতে ধর্মের বাজ্য কবিত্ত স্থাপন ।  
 অর্জুন নহেক দোষী কোন অপবাধে—  
 সে তো উপলক্ষ্য শুধু ।  
 কুকক্ষেত্রে মহাবল শেষ নাহি হ'তে  
 তব কোপে যদি হয় পাণ্ডব বিনাশ—  
 মহতী কল্লনা মোব বার্থ হ'লে যাবে—  
 সত্যের সন্ধান কেহ পাবেনা ধবা ! ।  
 তাই মিনতি আশা দেবী—  
 যতদিন এই মহাবল শেষ নাহি হয়—  
 অর্জুনেবে ক্ষমা কব তুমি ।

গঙ্গা ।

শুধু তোম'বি কাবণে আজি দেব জনাধীন  
 মৃত্যু হ'তে পনঞ্জব পাইল নিস্তার ।

কিন্তু শোন নাবাষণ—

একেবাবে পাবিব না ক্ষমিতে অর্জুনে ।

পুলের অধিক স্নেহে পালন কবিল যেবা,

তাহাবে যেমনি দ্রুত কবিল নিধন—

সেই যত নিজ পুত্র ভীষ্ম শিষ্য কোন মহাবলী কবে  
 অবিলম্বে লভিবে মরণ ।

হও তুমি নাবাষণ —বিশ্বের ঈশ্বর—

তথাপি এ অভিশাপ ফলিবে নিশ্চয় ।

শ্রীকৃষ্ণ ।

পুরু হস্তে পার্থের নিধন ।

## ক্ৰোড়াক্ষ

এ কি অসম্ভব অভিশাপ  
দিলে ধো জাহ্নবী ?

গঙ্গা ।

জানি আমি

ছলনায় তুমি পটু যাদব ঈশ্বৰ !

কিন্তু পাবিবে না প্রবঞ্চিত

আমাবে কখনো ।

ইচ্ছায় যাহাব হন সৃষ্টি স্থিতি লয়—

সামান্য এ অভিশাপ কেমনে ফলিবে

পাবে না সে বুঝি বাবে—

ইহাই বুঝাতে চাহ ?

দেব হ'য়ে নাবাণ—

দেব বাক্য মিথ্যা হবে—

দেবতাব অপমান চৌদিকে ঘোষিবে

ইহাই দেখিতে চাহ ?

শ্রীকৃষ্ণ ।

কৃদ্ধ নাহি হও জননী আমাব ।

তব অভিশাপ মিথ্যা নাহি হবে ।

যত শীঘ্র অভিশাপ হয় ফলবতী—

কবিলাম পণ আমি নিজে তাব

কবির যতন ।

অৰ্জুনের সখা আমি—

সানন্দে ধবিলু শিবে অশীৰ্ব্বাদ তব ।

## প্রথম অঙ্ক

মণিপুর রাজধানীর সন্নিকটস্থ পর্বত

মণিপুর বালিকাগণের গীত

মঞ্জুল স্তরে ভরিয়া উঠেছে বন

ফুল সাজে সাজে বনরাণী ।

স্বরন্তি মৃদুল সমীরণে কত

শ্রেয় কথা করে কানাকানি ।

শাখে শাখে নব পল্লব চূড়ে,

কার এলোমেলো অঞ্চল উড়ে,

কোন অতিথির সাথে বনছায়ে

প্রাণে প্রাণে হ'ল কানাকানি ।

( বজ্রবাহন ও ইরা পর্বত তইতে অবতরণ করিল )

ইরা ।

বজ্র—বড় ক্লান্ত আমি,

আর পারি না চলিতে ।

বজ্র ।

আয় তবে—শিলাতলে বসি ক্ষণকাল ।

( একটা শিলাধাণ্ডে উভয়ে উপবেশন করিল )

বজ্র ।

তোরে লয়ে—আর কোনদিন আসিব না মৃগয়ায় আমি ।

ইরা ।

কেন ?

বজ্র ।

কেন, নাহি জ্ঞান তুমি ?

ইরা ।

বাঃ—কেমনে জানিব আমি ?

বক্র । অই দেখ—দিন শেষ হয়ে আসে,  
 আরক্ত রবির শেষ কিরণ ছটায়  
 কালো পাহাড়ের বুক গিয়াছে রাঙ্গিয়া ;  
 ঘরেতে জননী—কত ভাবিছেন আমাদের লাগি ;  
 কোন প্রাতে ঘর ছাড়ি এসেছি চলিয়া—  
 ফিরিবার নাম গন্ধ নাই ।

ইরা । সে বুঝি আমার দোষ ?

বক্র । না—সে দোষ আমার ।

এইমাত্র আমিই कहিছু তোরে—  
 ‘বড় ক্লান্ত আমি—আর পারি না চলিতে ।

ইরা । কি করিব বল ।  
 গগন আবৃত হ’ল ঘোর ঝগড়াবাতে,  
 অন্ধকারে পথ আমি নারিছু দেখিতে ।  
 এই দেখ—পায়ে কত লেগেছে আঘাত ।

বক্র । ওরে মোর নবস্থাম কিশলয় লতা—  
 ননীর শরীর লগ্নে কেন তুই এসেছিস ঘরের বাহিরে ?  
 কেবা সাধে তোরে—  
 দুরন্ত বনের মাঝে যেতে মোর সনে ?

ইরা । কেন তুমি ?

বক্র । আমি ?

ইরা । ই্যা—তুমিই তো ।

বক্র । দেখ ইরা—মিথ্যা কথা कहিস্ না কত ।

ইরা । মিথ্যা কথা কখনো कहিঁনা আমি ।

তুমিই তো ভোর হ’লে—

চুপি চুপি আগাইয়া—

কহ মোরে যাইতে তোমার সনে ।

বক্র । হবেও বা ।

ওই এক দোষ—কোন কথা মনে থাকে না আমার ।

কিন্তু আজি হ'তে—

কোনদিন আর তোরে লইব না সাথে ।

ইরা । একা একা ঘবে আমি কি করিব ভবে ?

বক্র । যাহা ইচ্ছা হয় ।

ইরা । সারাদিন তোমা পাবনা দেখিতে আমি ?

বক্র । না ।

ইরা । বক্র—( হাত ধরিল )

বক্র । এই দেখ—অমনি চোখের জল পড়িল ঝরিয়া !

ওরে পোড়ামুখী—

তোব ওই পোড়ামুখ—

আমিও যে না দেখিলে থাকিতে পারি না ।

তোরে ছাড়ি মৃগয়ায় গেলে—

সে কি শুধু তোরি শাস্তি !

‘য’ যে শতগুণ হ’লে বাজিবে আমার বৃকে ।

ফেল মুছে চোখের ও জল—মুছে ফেল

( ইরা চোখের জল মুছিল )

বক্র । আচ্ছা ইরা—

আজ তোর বড় ভয় হ’য়েছিল—না ?

ইরা । কখন ?

বক্র । যবে অকস্মাৎ আজি—

প্রলয়ের অন্ধকারে ছাইল গগন,

সংস্রব্ধাবাত—আর বজ্রপাত ।

- ইরা । না—কোন ভয় করে নাই মোব !  
 বক্র । আমারই প্রাণ ভয়ে উঠেছিল কাঁপি,  
 আর তুই ডর পাস্ নাই—মিথ্যা কথা ।  
 ইরা । না বক্র—নহে মিথ্যা কথা ।  
 তুমি ছিলে মোর কাছে ;  
 কারে ভয়—কেন ভয় করিব বল তো ?  
 বক্র । ওই মিষ্টি মিথ্যা কথা দিয়ে, ওরে মায়াবিনী—  
 নিবড় বাঁধনে তুই বেঁধেছিস মোরে ।  
 কোন কথা আর তোরে দিব না বলিতে ।

( ইরার মুগ্ধাশ্রুতি বক্ষে চাপিয়া ধরিল )

- বক্র । ইরা !  
 ইরা । বক্র !  
 বক্র । এ কি হ'ল মোর !  
 ইরা । কি হ'য়েছে বক্র ?  
 বক্র । ঘর কেন ভাল নাহি লাগে !  
 প্রকৃতির অন্তরের মাঝে—  
 বিরাজিছে যেথা সেই চির নীরবতা—  
 তারি মাঝে যেন আমি থাকিবারে চাই,  
 তুই শুধু কাছে থাক মোর—  
 পলক বিহীন নেত্রে চাহি মুখ পানে ।  
 ইরা—ইরা—চল মোরা দুইজন যাই পলাইয়া ।  
 ইরা । কোথা ?  
 বক্র । সীমাহীন অন্তহীন ধরণীর বুকে—যেথা দুই চোখ নিয়ে যায় ;  
 ইরা । না বক্র—মোরা চলে গেলে,  
 জননী যে কাঁদিবেন আমাদের লাগি ।

- বভ্র । সত্য—সত্যকথা বলেছি তুই ।  
 ইবা—একথানা গান তো শুনি ।  
 ইবা । কি গান গাহিব ?  
 বভ্র । যাঁহা ইচ্ছা হয় ।

### ইরার গীত

নীবব রাতের গোপন পবণ  
 প্রভাতের আলো জানবে কি ?  
 ক'য়েছিলে যত সুখা মাথা কথা,  
 বীণার সুরে তা বাজবে কি ?  
 দেখেছিল চাঁদ নিয়েছিলে বৃকে,  
 সরম ভুলিয়ে ছিন্তা মন সুরে,  
 আপনার হাতে পবালে যে মালা,  
 সে মালাটি আজ বঁদবে কি !

( গান গাহিতে গাহিতে ইরা বভ্রর বক্ষলগ্ন হইল, এমন সময় ব্রাহ্মণবেশী ত্রীকৃষ্ণের  
 প্রবেশ । ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বভ্র লজ্জিত হইয়া ইরাকে সবাইয়া দিল )

- বভ্র । কেবা তুমি দেব—  
 একাকী ভ্রমিছ এই নির্জনে কাননে ?  
 ত্রীকৃষ্ণ । দবিদ্র ব্রাহ্মণ আমি—  
 ভিক্ষাগুরু অন্তে কবি জীবিকা যাপন ।  
 কেবা তুমি দেহ পরিচয় ?  
 বভ্র । আমি দেব বভ্রবাহ মণিপুর বাজ ।  
 ত্রীকৃষ্ণ । ওটা কে তেমোব ?  
 বভ্র । ইবা ! ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসে—কে তুই আমার ?  
 কি উত্তর দিব ?  
 ইরা । বল—আমি তব সখা ।

বক্র । তুই মোর সখা—আমি তোঁর সখী—

কেমন ?

কি সুন্দর উত্তর ।

ব্রাহ্মণ ! তোমার উত্তর আমি দিতে পারি—

কিন্তু ইরা ভারী লজ্জা পাবে ।

ইরা । ( হাত ধরিয়া ) দেখ—ভাল নাহি হবে ।

বক্র । দেব—ভাবী রাজ্ঞী এ রাজ্যের ইরা ।

ইরা—কর ব্রাহ্মণে প্রণাম ।

( ইরা ও বক্র একসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিল )

শ্রীকৃষ্ণ । করি আশীর্বাদ—

হও মাতা রাজচক্রবর্তী পুত্রের জননী ।

ইরা । ( জনান্তিকে ) বক্র—এ কি আশীর্বাদ করিল ব্রাহ্মণ ?

বক্র । বোকা মেয়ে, গোপনে বুঝিয়ে দিব ।

( শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ) সন্ধ্যা হ'য়ে আসে,

নির্জ্জন কাননে দেব রহিও না আর ।

এস মোর সাথে—

রাজপুরে কর তুমি আতিথা গ্রহণ ।

শ্রীকৃষ্ণ । দ্বিজ আমি—যার তার দত্ত অন্ন করিনা গ্রহণ ।

কহ বৎস—কোন জাতি তুমি ?

বক্র । ক্ষত্রিয় নন্দন আমি ।

শ্রীকৃষ্ণ । ক্ষত্রিয় নন্দন ?

বিশ্বাস না হয় মোর ।

বক্র । কেন হে ব্রাহ্মণ ?

শ্রীকৃষ্ণ । অবশ্যই শুনিয়াছ কুরুক্ষেত্র মহারণ কথা ;

ভারতের সব ক্ষত্রিয় নৃপতি,



নিমন্ত্রিত সে মহা সমরে ।

সত্য তুমি যদি ক্ষত্রিয় নন্দন—

তবে কেন তুমি বসি আছ হেথা

নিশ্চিন্ত বিলাসে আপন আলয়ে ?

কেন তুমি যাও নাই সেই পুণ্যতীর্থে

করিবাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন—

যোগ্য পরিচয় দিতে ক্ষত্রিয়ের ?

বক্র । বিনা নিমন্ত্রণে—অযাচিত ভাবে,  
কেমনে যাইব আমি সে মহা সমরে ?

শ্রীকৃষ্ণ । তাও সত্য বটে ।  
কতদিন হ'ল পিতা তব স্বর্গধামে ক'রেছে প্রয়াণ ?

বক্র । পিতা মোর এখনো জীবিত ।

শ্রীকৃষ্ণ । সে কি কণা ?  
এখনি কহিলে তুমি নিজের মণিপুর রাজা ।  
পিতা বর্তমানে—কেমনে হইলে তুমি রাজ্যের ঈশ্বর—  
কিছুই তো পারি না বুঝিতে !  
কেবা তব পিতা—কিবা নাম তার ?

বক্র । নাহি জানি আমি ।

শ্রীকৃষ্ণ । নাহি জান কেবা তব পিতা ?

বক্র । না ।

তবে শুনিয়াছি জননীর মুখে,  
ক্ষত্রিয় নন্দন তিনি—মহা ধনুর্ধর,  
কোদণ্ড টঙ্কারে তাঁর—কাঁপে ত্রিভুবন,  
দেব নাগ যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর  
কেহ নহে সমকক্ষ বীরছে তাহার ।

ইরা । বক্র—বক্র—

ওই দেখ—আসিছেন মাতা ।

বক্র । তোরি তরে যত গোলমাল ।

ব্যস্ত হ'য়ে আসিছেন খুঁজিতে মোদের,

দেখিলে এখুনি দিবে কত গালাগাল ।

বল দেখি—এখন কি করি ?

ইরা । চল মোরা অত্র পথে ঘরে ফিরে যাই ।

বক্র । সেই ভাল ।

হে ব্রাহ্মণ !

জননীর সাথে গিয়া

রাজপুরে ক'রো তুমি আতিথ্য গ্রহণ ।

চল—চল ইরা ।

ইরা । ( যাইতে যাইতে ফিরিয়া ) আমাদের দেখিয়াছ,

জননীকে বলো নাকো যেন ।

শ্রীকৃষ্ণ । ( হাসিয়া ) না—কতু কহিব না ।

( বক্র ও ইরার পরস্পর অস্তরালে গমন ।

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ )

চিত্রা । দেখেছ কি দেব এক দুবস্ত বালক,

সঙ্গে এক হস্তমুখী ধোলা বালিকা ?

শ্রীকৃষ্ণ । হ্যাঁ—দেখিয়াছি মাতা ।

চিত্রা । কোন্ পথে—কোন্ দিকে গেছে তারা ?

শ্রীকৃষ্ণ । ক'রো না ভাবনা—ঘরে ফিরে গেছে ।

চিত্রা । ঠিক জান তুমি ?

শ্রীকৃষ্ণ । ঠিক জানি মাতা ।

ওটা বুঝি সন্তান তোমার ?

- চিত্রা । হ্যাঁ দেব—একমাত্র সন্তান আমার ।
- শ্রীকৃষ্ণ । অপূর্ব বালক ।  
কিন্তু, কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দুজনে ।  
ঠিক যেন এরি মত এক বালকেরে—  
বহুপূর্বে দেখেছিলাম আমি ।
- চিত্রা । কোথায় সে দেব ?
- শ্রীকৃষ্ণ । হস্তিনানগরে ।
- চিত্রা । হস্তিনানগরে ?
- শ্রীকৃষ্ণ । সেই মুখ—সেই চোখ—  
সেই তীব্র জ্যোতিঃ বদনমণ্ডলে ।  
হ্যাঁ—ঠিক মনে পড়ে—দেখিয়াছি আমি
- চিত্রা । কে সে ভাগ্যবান্ দেব,  
যার কথা এখনও পারনি ভুলিতে ?
- শ্রীকৃষ্ণ । তারে মাতা কেমনে চিনিবে !  
অৰ্জ্জুন তাহার নাম—তৃতীয় পাণ্ডব ।
- চিত্রা । তৃতীয় পাণ্ডব !  
ঠিক তাঁরি মত দেখিতে আমার বক্র ?
- শ্রীকৃষ্ণ । (হ্যাঁ)—ঠিক তাঁরি মত ।  
অৰ্জ্জুনের নাম শুনে—  
যেন তুমি উঠিলে চমকি ।  
তুমি মাতা চেন কি সে পার্থ ধনুর্ধরে ?
- চিত্রা । আমি চিনি—আমি দেখিয়াছি তাঁরে ।
- শ্রীকৃষ্ণ । মণিপুর রাজ্যে নিবাস তোমার  
কেমনে চিনিগে তুমি বীর ধনঞ্জয়ে ?

## প্রথম অঙ্ক

চিত্রা । কেমনে চিনিমু তাঁরে—সে কথা শুনিয়া দেব কি হবে তোমার  
অতীত—অতীত মাঝে থাক্ লুকাইয়া,  
বর্ত্তমান নিয়ে আছি—সেই ভাল মোর ।  
মনে হয় তুমি নূতন এসেছ হেথা ;  
রাজপুরে এস দেব—পাণ্ড অর্ঘ্য করিবে গ্রহণ ।

শ্রীকৃষ্ণ । অপরাধ নিও না জননী ।  
জিজ্ঞাসিমু পুত্রে তব—তার পিতৃপরিচয় ;  
দেখিলাম জানে না সে অবোধ বালক ।  
দারুণ সংশয় মনে হ'তেছে উদয় ।  
যতক্ষণ না শুনিব কেবা তব স্বামী—  
তব গৃহে কবিব না আতিথ্য গ্রহণ ।

চিত্রা । দেব ! অনুচিত সন্দেহ ক'বো না ।  
বিশ্বাস করিয়া মোরে এস গৃহে মোর,  
ধর্ম্মহানি হইবে না তব ।

শ্রীকৃষ্ণ । যাই মাতা—সন্ধ্যা হ'য়ে আসে ;  
হয়তো বা কতদূর যাইতে হইবে ।  
পথশ্রমে ক্লান্ত শ্রান্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ—  
যাই দেখি মিলে কিনা আশ্রয়ের স্থান ।

চিত্রা । দাঁড়াও ব্রাহ্মণ ।  
যে বংশের সেবা পেয়ে তৃপ্তি নারায়ণ,  
সে বংশের নারী আমি,  
মোর সেবা না গইরা কোথা যাবে তুমি !  
দেব ! আমি পাণ্ডব ঘর ॥ । -

শ্রীকৃষ্ণ । পাণ্ডব ঘরণী !

চিত্রা । হ্যাঁ দেব, পাণ্ডব ঘরণী আমি—অর্জুন-বনিতা ।

## পার্থ সারথি

কৃষ্ণ । অৰ্জুন-বনিতা তুমি !  
বুঝিতে না পারি কেমনে এ অঘটন হইল সম্ভব ।

ব্রা । তবে শোন দেব—  
শোন মোর অতীতের কথা ।  
কোন কথা করিব না গোপন তোমার কাছে ।  
আমি চিত্রাঙ্গদা—  
মণিপুৰ-রাজার দুহিতা ।

কৃষ্ণ

একদিন সন্ধ্যাকালে পুরুষের বেশে—  
দূর পৰ্ব্বতের মাঝে ভ্রমতে ভ্রমিতে,  
ব্রহ্মচারী অৰ্জুনের দিব্য মূর্তি হেবি,  
কেমনে যে আচম্বিতে মনে হ'ল মোর  
বাহিরে পুরুষ আমি অন্তরে রমণী—  
সে কথা ব্রাহ্মণ তুমি নাগিবে বুঝিতে ।  
তারপর ধীরে ধীরে আপন অজ্ঞাতে  
আপনারে একেবারে নিঃশেষ করিয়া—  
আমার যা কিছু ছিল আপন বলিতে,  
দিয়েছিছু উপহাস তাঁহার চরণে ।

সে যেন স্বপ্নের কথা,  
স্বপ্নে এসেছিল—স্বপ্নে পেয়েছিছু তারে,  
তাই আজি স্বপ্ননের শেষে—  
শূন্য বুকে পড়ে আছি হেথা ।

শ্রীকৃষ্ণ । তাইতো—এসব অলীক কথা কেমনে বিশ্বাস করি ।  
চিত্রা । অবশ্যই দেব, বিশ্বাস কবিতে হবে ।

বীরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় ইন্দ্রের তনয়,  
যাঁর সখা যদুপতি নিজে নারায়ণ—  
তাঁর পত্নী আমি—নহি মিথ্যাবাদী ।

ঐক্য । আচ্ছা—বিশ্বাস করিহু তবে ।

তারপর কিবা হ'ল শুনি ।

লিলা । আধ ঘুমে—আধ জাগরণে যেন,

এক বর্ষ কেটে গেল চোখের নিমেষে ।

একদিন নিদ্রাভঙ্গে জেগে দেখি আমি,

কর্মের আহ্বান যুক্তি নিয়ে এসেছে ছয়ায় ;

আমার অঞ্চল তলে চিরদিনতরে

হয়তো বা পারিতাম রাখিতে তাঁহারে,

কিন্তু দেখিলাম ভেবে—

নন তিনি শুধু তো আমার ;

বিশ্বের মানব তিনি

বিশ্বের কল্যাণে—বিশ্ব মাঝে তাঁরে যেতে হবে ;

তাই অধরের হাসি দিয়ে

নয়নের জল করিয়া গোপন—বিদায় দিলাম তাঁরে ।

ঐক্য । তারপর আর কোন দিন দেখা পাওনি তাহার ?

না ।

চক্ষু । হায় পতি পরিত্যক্তা অভাগিনী নারী,

তোমাব বৃকের বাথা আমি বুঝিতেছি ।

কিন্তু কি নিষ্ঠুর সেই দনঞ্জয়,

তোমা-সম গুণবতী রমণী রতনে

কেমনে সে রয়েছে ছাড়িয়া ?

আপনার যশ মান সম্মানের তরে

পত্নীরে যে ত্যাগ করে জনমের মত,

সে পুরুষ অতীব নিষ্ঠুর—অতি স্বার্থপর—

দব—পতিনিন্দা করিও না সম্মুখে আমার !

জানো নাকি—পতিনিন্দা শুনি  
 দেহত্যাগ ক'রেছিল সতী কুলবাণী,  
 তাই—ত্রিভুবনে উঠেছিল প্রলয় কল্লোল ?  
 হে ব্রাহ্মণ—তুমি জানো নাকো—তুমি জানো নাকো—  
 তিনি নহেন নিষ্ঠুর ;  
 দূর হ'তে নারিবে বৃষিতে—  
 অন্তর তাঁহার কত সুকোমল ।  
 অতীব কুরূপা আমি—  
 রমণীর কোমলতা কিছু নাহি মোর—  
 তবু তিনি বীর বক্ষে স্থান দিয়া মোরে  
 নরীজন্ম মোর ক'নেছে সার্থক ।  
 অতি দয়াবান তিনি—দয়ার সাগর ।

শ্রীকৃষ্ণ । কুরুক্ষেত্র মহারণ কথা শুনিয়াছ মাতা ?

চিত্রা । শুনিয়াছি ।

শ্রীকৃষ্ণ । ভীষণ বিপদে পতিত তোমার স্বামী ।

একদিকে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বথামা,

শল্য, দুৰ্য্যোধন আদি মগরপিগণ—

অন্যদিকে বাধা দিতে একা ধনঞ্জয় ।

নাহি জানি কিবা সৰ্কনাশ ঘটবে অচিরে !

চিত্রা । রণের সাবণি ধার—

দেব জনার্দন—নিজে নারায়ণ,

তুচ্ছ ক্ষত্র বীরগণে কিবা ডর তাঁর !

আপনি স্বয়ম্ভু যদি আসেন সমরে—

তাও নাহি ডরি ।

যতদিন নারায়ণ সখা অৰ্জুনের,

যতদিন আপনি শ্রীহরি  
রাখিবেন পদে তাঁর স্বামীরে আমার—  
মোর স্বামী ততদিন অজ্ঞেয়—অমর।  
তাঁর অমঙ্গল অসম্ভব দেব।

শ্রীকৃষ্ণ । কিন্তু—

তব ব্যবহারে হইয়াছি অতি মৰ্ম্মাহত।  
সিংহের শাবক বক্রবাহনেরে  
কেন তুমি রাখিয়াছ শৃগালের প্রায় ?  
শস্ত্রে শাস্ত্রে কেন তুমি কর নাই সুশিক্ষিত তারে ?  
পুত্র বলি কোন্ মুখে দাঁড়াবে সে অৰ্জুনের পাশে !

✓ চিত্রা । কোন দিন তিনি যদি আসেন এ পুরে—  
দেখিবেন মোর বক্র নহে সমাখ্য বালক,  
দ্বিতীয় অৰ্জুন করি গড়িয়াছি তাবে।

শ্রীকৃষ্ণ । বীরত্বে তনয় তব যদি দ্বিতীয় অৰ্জুন;  
তবে এ হেন সঙ্কট কালে  
কেন তারে দাও নাই পাঠাইয়া  
কুরুক্ষেত্রে ধনঞ্জয় পাশে ?

চিত্রা । সপত্নী উলুপী পুত্র ইলাবন্ত আসি,  
হাসিমুখে আশীর্বাদ চাহি মোর পাশে  
কহিল আমায়ে—  
কুরুক্ষেত্রে মহাপণে  
পিতা তাব ডাকিয়াছে সাহায্য কারণ।  
বীর পুত্র মোর সমর-উল্লাসে  
অনুমতি ভিক্ষা করিল আমার পাশে।  
আমি বুঝাইয়া কহিছু তাহারে



‘মণিপুর রাজ্য তুমি—বিনা নিমন্ত্রণে কেমনে ঘাইথে ?’

অবোধ বালক সত্য বলি মানিল আমার কথা ।

সেইদিন কি যে ব্যথা—কি বেদনা

পেয়েছিলু অন্তরে আমার, একমাত্র জানেন ঈশ্বর ।

কহিতে নারিলু সন্তানে আমার,

ওরে উপেক্ষিত—ওরে হতভাগ্য—

তোর পিতা তোরে জানে নাকো—চিনে নাকো—

চান না চিনিতে—

কোন্ মুখে তাঁর কাছে যেতে চাস তুই !

শ্রীকৃষ্ণ । মনে হয় মাতা তুমি করিয়াছ ভুল,  
নাহি দিয়া পিতৃ পরিচয় বক্রবে তোমার ।

চিত্রা । আমার উপেক্ষা দেব হাসিমুখে সহিবারে পারি,  
কিন্তু মোর বক্রর উপেক্ষা—

তারি পিতার নিকট অসহ্য আমাব ।

কোনদিন তিনি নিজের আসি

যদি আশীর্ব্বাদ করেন বক্রের

তবে সেদিন পাবে সে তার পিতৃ পরিচয় ;

নহে জন্ম অভাগিনী আমি,

মোর পুত্র চিরদিন থাকুক অভাগা ।

হে ব্রাহ্মণ—ক্ষণকাল রহ অপেক্ষায়,

অবিলম্বে ফিবি অই মন্দির হইতে,

সঙ্গে করে নিয়ে যাব রাজপুরে তোমার ।

[ চিত্রাঙ্গদার প্রস্থান ]

(অতি সন্তর্পণে বক্র ও ঈরা পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিল)

ইব

জ্ঞানী চলিয়া গেছে ?

শ্রীকৃষ্ণ । হ্যাঁ ।

ইরা । আমাদের কথা কিছু বলি াছ তারে ?

শ্রীকৃষ্ণ । না ।

বক্র । হে ব্রাহ্মণ

এইবার বাজপুবে চল তুমি আমার সহিত ।

শ্রীকৃষ্ণ । বৎস—ভেবে দেখলাম,

বিশ্রাম গ্রহণ এবে অসম্ভব মোর ,

গুরুতব কার্য্য আছে,

অবিলম্বে যেতে হবে কুবক্ষেত্রে মোবে ।

বক্র । কুবক্ষেত্রে ।

হে ব্রাহ্মণ—মোর গুরুদেব ভীষ্মদেবে চেন তুমি ?

শ্রীকৃষ্ণ । তব গুরু ভীষ্মদেব শাস্ত্র নন্দন ।

শুনিলাম তব জননীৰ কাছে,

কোনদিন যাও নাই হস্তিনানগরে ,

তবে কেমনে যে ভীষ্মদেব গুরু হ'ল তব বৃদ্ধিতে না পারি ।

বক্র । সত্য বটে কোনদিন াছ নাই হস্তিনানগরে,

কিন্তু দূর হ'তে কীর্ত্তিগাথা শুনিয়া তাঁহাব,

কল্পনায় দেবযুগি কবিবা অঙ্কিত

এই মোর অস্ত্রবেগ পূত শীর্ষ্যমে,

একমনে অগ্নিশিখা কবিবাছি আমি,

জ্ঞানচক্ৰ নবশ্রেষ্ঠ দেবতাপ বাঁড়ে ।

শ্রীকৃষ্ণ । ভীষ্মে তুমি নবশ্রেষ্ঠ কেমনে কহিণে

বক্র । পুনর্বার বহি আমি নবশ্রেষ্ঠ ত্রিনি ।

কহ—তাব চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেবা জন্মিয়াছে এই ধর্বাধামে ?

শ্রীকৃষ্ণ । কেন বামচন্দ্র !

পিতৃসত্য পালনেব তরে,  
চতুর্দশ বর্ষ ভ্রমি বনে বনে,  
অকাতরে সহিরাছে যেবা,  
কতকষ্ট সাধ্বী সতী সোতার সহিত !

বক্র ।      কিন্তু তিনি জানিতেন,  
চতুর্দশ বর্ষ পনে,  
অযোধ্যার সিংহাসনে রাজা হ'য়ে বসিবেন তিনি ।  
আর ভীষ্মদেব—  
নহে পিতৃসত্য পালনের তরে—  
শুধু পিতার স্বপের লাগি,  
ত্যাগের মহান্ বাণী মন্তো প্রচারিল ;  
রক্ষা তবে বংশের গৌরব  
আজীবন কাটাইয়া শ্রেষ্ঠ রাজভৃত্য রূপে ;  
শত প্রলোভনে যেবা হিমাশ্রিত সম অচল অটল,  
সংসারের মাঝে থাকি সংসারী দেবতা বিনি,  
নন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নব ভাবতের ?

শ্রীকৃষ্ণ ।      কিন্তু বৎস—কি কহিব আর,  
মৃত আজি তব গুরুদেব !

বক্র ।      মৃত গুরুদেব !

শ্রীকৃষ্ণ ।      হাঁ বৎস—  
কুরুক্ষেত্র মহারণে তহিরাছে ভীষ্মেব নিধন ।

বক্র ।      অসম্ভব ।  
সম্মুখ সমবে তাঁহারে বধিতে পারে,  
হেন বীর নাহি ত্রিভুবনে ।

শ্রীকৃষ্ণ । অসম্ভব আঞ্জি হ'ষেছে সম্ভব ।  
হত ভীষ্মদেব আঞ্জি অত্যায সমবে ।

বদ্র । অত্যায সমবে ?

শ্রীকৃষ্ণ । হ্যাঁ—অত্যায সমবে ।  
নপুংসক শিখণ্ডীবে বাথিয়া সম্মুখে  
প্রবেশিল বণমাঝে হবে ধনঞ্জয়—  
ধর্মপ্রাণ শান্তনু নন্দন  
দুবে ছুঁড়ে ফেলি দিয়া ধনু  
একমনে একধ্যানে কোণা কৃষ্ণ ভক্ত-সখা  
কোণা নাবাবণ বলি ডাকিতে লাগিল ।  
আব সেই মহাচলী কৃষ্ণেব হস্তিতে,  
লক্ষ লক্ষ বজ্রসম বাণ  
প্রহাবিল ধনঞ্জয় ভীষ্মেব শবীবে ।  
শবাঘাতে মহাবীৰ পড়ি ভূমিতলে,  
স্বর্গবাসে চলি গেছে কুরুক্ষেত্র এ বণে ।

বদ্র । তবে—পার্শ্ব ৩'১০ হইতে ৩'১৫ ভীষ্মেব নিদ্রন ।

শ্রীকৃষ্ণ । হ্যাঁ—এনঞ্জয় বধিয়াছে তাবে ।  
সত্য যদি ভীষ্মদেব গুরুদেব তবে  
এই দণ্ডে চল তুমি কুরুক্ষেত্র এ বণে  
থগু থগু করি সেহ কপটী পার্শ্বেবে —  
নৃশংস তত্বেব এহ পূর্ব প্রতিশোধ ।

বদ্র । হে ব্রাহ্মণ—এব পদস্পর্শ করি কনিজাম পণ  
এহ দণ্ডে যাব আমি কুরুক্ষেত্র মাঝে ,  
সুশীল শবেব ঘাতে সম্মুখ সমবে—  
বিদৌর্গ কবিয়া বক্ষ কপটী পার্শ্বেব—

ভীষ্মের হত্যার লব পূর্ণ প্রতিশোধ ।  
 চক্রধারী নারায়ণ হন যদি বাদী,  
 তথাপি প্রতিজ্ঞা মোর অবশ্য পালিব ।  
 ইরা—গৃহে ফিরে বন্ জননীরে  
 অর্জুনে বধিয়া আমি এখনি ফিরিব ।

( প্রস্থানোদ্যত )

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

চিত্রা । বক্র—কোথা যাস্ তুই ?  
 বক্র । মাতা—  
 গুরুদেব ভীষ্মদেবে কপট সমরে  
 বধিয়াছে এক ক্ষত্র কুলাঙ্গার ।  
 তারে আমি শাস্তি দিতে চলিয়াছি মাতা ।  
 দাও মাগো পদধূলি—  
 আশীর্বাদে তব  
 বধি সেই ক্ষত্রিয় অধমে অবিলম্বে আসিব চলিয়া !  
 চিত্রা । ওরে—শোন্—শোন্—  
 কে বধেছে তোর গুরুদেবে ?  
 বক্র । মাতা—বাধা নাহি দেহ মোরে ।  
 দেবতা সাক্ষাৎ করি—লাঙ্গণের পদম্পর্শ করি  
 করিয়াছি পণ—  
 মৃত্যুদণ্ড দিব সেই গুরুঘাতী পিশাচ অর্জুনে ।  
 চিত্রা । . ওরে—ফিরে আয়—ফিরে আয়—  
 পুত্র হ'রে মাতৃহত্যা করিবি কি শেষে !  
 ফিরে আয়—ফিরে আয়—ফিরে আয়—  
 ( চিত্রাঙ্গদা মুচ্ছিতা প্রায় হইয়া বসিয়া পড়িল—  
 বক্রবাহন তাতার মস্তক ফোড়ে লইল )

## দ্বিতীয় অঙ্ক

মণিপুর রাজপ্রাসাদের একটি অংশ । বক্রবাহন ও ইরা মর্দরের বেদীর  
উপর বসিয়াছিল, সখীগণ নৃত্যগীত করিতেছিল ।

### সখীগণের গীত

বুঁড়িটা হ'য়ে রইবো মোরা  
ফুটবো না গো ফুটবো না ।  
মধু মোদের রাখবো ঢেকে,  
হৃদয়-দুয়ার খুলবো না—  
ফুটবো না গো ফুটবো না ।  
গোপন থাকুক জমাট মধু  
প্রেমের পরশ চাইবো না ;  
সরম ভূলে নয়ন ভূলে  
বরণ তোমায় করবো না—  
ফুটবো না গো ফুটবো না ।

[ সখীগণের প্রস্থান ]

( ইরা নৃত্য আরম্ভ করিল । নৃত্যশেষে ইরা বক্রবাহনেব নিকট গেল । )

বক্র । বাঃ—অতি সুন্দর ।  
ইরা । কি সুন্দর বক্র ?  
বক্র । তোর নৃত্য ।  
ইরা । মিথ্যা কথা ।  
বক্র । ঠিক ধরেছিস—সত্যি মিথ্যা কহিয়াছি ।  
কিস্তি বল দেখি—কেমনে বুঝিলি তুই ?  
কি প্রচণ্ড বুদ্ধি তোরা  
ইরা । আমি বুঝি বোকা ?

বক্র । কে বলেছে ?

ইরা । কেন—তুমি ।

বক্র । আমি !

তোবে বোকা ভাবিলে যে,  
আমি নিজে বোকা হ'য়ে যাব ।

ইরা । কেন ?

বক্র । বোকা বালিকারে যেবা বিবাহ করিতে চায়,  
সে যে মহা বোকা ।

ইরা । যাও—তব সনে আর কভু কথা না কহিব ।

( প্রস্থানোদ্ধত )

বক্র । ইরা—ইরা—শোন্—শোন্—

ইরা । কি বলিবে বল ।

বক্র । একবার কাছে আগ লক্ষ্মীটি আমার,  
সত্য কথা এহবাব নিশ্চয় বলিব । ( ইবা বক্রর নিকটে গেল )  
কি সুন্দর তাহ শুনিবারে চাস্ ?

সুন্দর—অতীব সুন্দর এই পোড়া মুখখানি ।

ধরণীর অই বৃকে—

তোব অই সুশ্লীলিত চরণ আঘাতে

প্রতিটী মুহূর্ত্তে ছন্দ উঠিল চমকি,

সারা দেহে—প্রতি অঙ্গে তোব

তরঙ্গ ভঙ্গিমা উঠিল মুবাছ ;

কিন্তু ইরা—মনে হ'ল মোর

সব তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ তোর এই মুখটার কাছে ।

তাই পলকবিহীন নেত্রে আভিহু চাহিয়া ।

ইরা—

- ইবা। কি বক্ত্র ?
- বক্ত্র। তুই ভালবাসিস আমাবে ?  
ভালবাসি কিনা বাসি  
তুমি কি তা পাব না বুঝিবে ?  
বুঝি ।  
তবু তোব মুখে জ্বলিবাবে সাধ হয় মোব ।  
বল্—ভালবাসিস আমাবে
- ইব। বাসি ।
- বক্ত্র। ঠিক—আমাবি মতন ?
- ইবা। তুমি কতখানি ভালবাস মোবে—  
আমি তো জানি না তাহা ।
- বক্ত্র। ওবে মা জানিনী—  
কত ভালবাসি জানিস না তুই ?  
পূজাবী যেমন,  
নিনিমেখে চেয়ে থাকে প্রতিমাএ পানে,  
তেমনি যখন  
তোবে হেঁচি ওবে মোব আজন্মের প্রিয়া—  
মন প্রাণ পতি অণু মোব—  
কৈপে উঠে অব্যক্ত পুণকে ।
- ইবা। বক্ত্র—বক্ত্র—আমাব যে ভয় হয় বড় ।
- বক্ত্র। কেন ইবা ?
- ইবা। কেন তুমি অত ভালবাস মোবে ?  
তুমি মণিপূব-বাজ্রা—  
প্রজ্ঞাশীল সবে দেবতাব সম শ্রদ্ধা ভক্তি কবে,  
সর্বশূণ্যে গুণবান তুমি,



আর আমি—পিতৃমাতৃহীনা চির অভাগিনী।

তব ভালবাসা—সে যে স্বপ্ন মোর কাছে।

বক্র । দুঃ—ফের যত বাঞ্ছে কথা—

ইরা । না গো—না—

হাসিও না তুমি !

যদি কোনদিন—

প্রভাতের ঝরা ছোট শেফালির মত,

অনাদরে দূরে ফেলে দাও মোরে—

বক্র—বক্র—তবে কি হবে আমার !

বক্র । এত ভয়—এত অবিশ্বাস !

এর শাস্তি—

ওই আসে সখি বাসস্তিকা ;

এর শাস্তি ক্ষণপরে দিব ।

### গীতকণ্ঠে বাসস্তিকার প্রবেশ

মিছে কেন গাঁথি মালা— যদি নাহি পর গলে ।

মিছে কেন বাসি ভাল— যাবে যদি পায়ের দলে ।

বাতাস কাঁদিয়ে ফিরে, মম মন শিহরে,

চমকি চাহিনু ফিরে, ভাবি বুঝি তুমি এলে ।

বক্র । বাসস্তিকা—কেন এই অসময়ে আগমন তব ?

বাসস্তিকা । বুদ্ধিমান বিচক্ষণ তুমি—

জানই তো একের যখন সুসময়—

অপরের তখনই অসময় ।

জগতের চিরন্তন রীতি ইহা ।

নিশ্চয়ই তোমাদের সুসময়—তাই অসময় মোর

ক । জানি—বাক্য কথা কহিবারে অতি পটু তুমি ।

বাসন্তিকা। শুধু তাই নহে—

বাঁকা পথে চলিবারে অতীব সক্ষম আমি।

বক্র। সখি বাসন্তিকা—আজি তোমা বিচার করিতে হইবে।

বাসন্তিকা। বিচার!

বক্র। হ্যাঁ—বিচার করিতে হবে।

শুধু তাই নহে—

অপরাধ হবে যেবা

কিবা তার যোগ্য দণ্ড—তাহাও কহিতে হবে।

বাসন্তিকা। এতক্ষণে বুঝিলাম—অতি অসময় মোর।

শুক্রতর অপরাধ করিয়াছি—রাজপুরে আসি।

সখা—করজোড়ে কহিতেছি—ক্ষমা দাও মোরে!

বক্র। না না সখি—ক্ষমা নাই মোর কাছে।

বাসন্তিকা। যায় আর থাক প্রাণ—না হবার হবে;

বল তবে, শুনি—কার বিচার করিতে হবে।

বক্র। আমার আর ইবার।

বাসন্তিকা। সর্বনাশ—একজন স্বয়ং মণিপুর রাজা

অত্র জন ভাবী রাজ্যী এ রাজ্যের।

সখা এই দেখ—নাক কান দুই মলিতেছি,

আর কঁহু রাজপুরে আসিব না আমি।

তোমাদের বিচার করিতে আমি পারিব না।

বক্র। বাসন্তিকা—এতো অতি তুচ্ছ কাজ—

এর তরে এতই চঞ্চল।

বাসন্তিকা। বটে—সাধ করে হয়েছি চঞ্চল!

বিচারের ফল যদি নাহি হয় মনমত তব

শূল কিম্বা চিরনির্বাসন সুনিশ্চিত অদৃষ্টে আমার

আর যদি ইরাদেবী ক্রুদ্ধ হন মোর প্রতি  
 অই টানাটানা নয়নের চোখা চোখা বাণে,  
 অবিলম্বে ভঙ্গ হ'য়ে যাব ।

ইরা । এত যদি ভয় কর আমার নয়ন-বাণ,  
 তবে কেন এস আমার সম্মুখে ?

বাসন্তিকা । অই এক দোষ সখি—  
 মনে ভাবি আসিব না তোমার নিকটে,  
 কিন্তু না আসিলে মন বড় করে আনচান ।

বক্র । ও সকল কথা থাক্ ।  
 শোন সখি—

বাসন্তিকা । বল ( গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইল )  
 বক্র । ইরা বলে—আমি তারে ভাল নাহি বাসি ।

বাসন্তিকা । তার পর—  
 বক্র । অবিশ্বাস করে মোরে—

বাসন্তিকা । স্বাভাবিক ।  
 বক্র । স্বাভাবিক ।

বাসন্তিকা । হ্যাঁ—অতি স্বাভাবিক ।  
 ওটা চির ধর্ম মানবের ;  
 এই তো দেখিছ সখা—কিবা মোর রূপের জৌলস,  
 কিন্তু তবু 'ভাবে স্বামীটী আমার  
 দণ্ডে দণ্ডে করিতেছি নব নব প্রেম ।

বক্র । তবে বল—বিনা দোষে করে অবিশ্বাস !

বাসন্তিকা । হ্যাঁ—ভাবিয়া দেখিলে—সত্য তব কথা ।

বক্র । তবে তোমার বিধানে—শাস্তি কিবা তার ?

বাসন্তিকা । একান্ত শুনিবে ?

বক্র । নিশ্চয় ।

বাসন্তিকা । ইরাদেবী—অপরাধ নিও না আমার ।

তবে শোন সখা,

আমি যদি হতাম পুরুষ—

করজোড়ে কহিতাম প্রেয়াবে আমার—

### গীত

স্বপন প্রিয়া—স্বপন প্রিয়া আন'র বৃকে এসো ।

সোনার কাঠি ছুঁইয়ে চোখে আমায় ভাল বেসো ।

কাজল কালো অলস চোখে, গান গেয়োগো আপন হুগে

কাজলারাতে এলিয়ে বেণী, মুচকে হাসি হেসো ।

ফুলবাগানে আপন মনে, গঁথো মালা সজোপনে,

সোহাগ বারি ছড়িয়ে দিয়ে, গোপন পায়ে এসো ;

ঘুম ভাঙ্গিয়ে ভোবেব বেলা, দিও আমার গলায় মালা

বাহর লতার বাঁধন দিয়ে, আমার পাশে বসো ॥

( ব্রাহ্মণবেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ )

বক্র । এতদিন পরে অধমে কি হইল স্মরণ ।

( প্রণাম করিল )

ইরা—সখি বাসন্তিকা—শীঘ্র যাও

ব্রাহ্মণের তরে পাদ্য অর্ঘ্য কর আরোজ্ঞন ।

[ ইরা ও বাসন্তিকার প্রস্থান ]

ক্ষণকাল বেদী 'পরে কর দেব বিশ্রাম গ্রহণ ।

শ্রীকৃষ্ণ । ( বসিয়া ) হেথাকার সকলি কুশল ?

বক্র । ইয়া দেব—তব আশীর্বাদে সকলি কুশল ।

কোথা হ'তে আগমন তব ?

শ্রীকৃষ্ণ । নানা কার্যে ব্যস্ত আমি,

একস্থানে কভু আমি পারি না থাকিতে ;  
এবে ভদ্রাবতীপুর হ'তে আসিতেছি আমি ।

বক্র । কুরুক্ষেত্র মহারণ শেষ হ'য়ে গেছে ?

শ্রীকৃষ্ণ । ই্যা বৎস !

কুরুকুল ধ্বংস করি—হইয়াছে পাণ্ডব বিজয়ী

বক্র । কে বধিল বীর দ্রোণাচার্য্যে ?

শ্রীকৃষ্ণ । অর্জুন ।

বক্র । অর্জুন !

শিষ্য হ'য়ে গুরুহত্যা করিল সমরে ?

শ্রীকৃষ্ণ । বৎস—সংসারের রীতি নীতি অতীব জটিল,  
পারি না বুঝিতে কিছু ।

এই দ্রোণাচার্য্য—

নিজ পুত্র অশ্বখামা—তাহারে বধিত করি,

দিব্য অস্ত্র যত কিছু জানিতেন তিনি,

শিখালেন সযতনে ওই ফাল্গুনীরে—

পুত্রের অধিক স্নেহ করিতেন তারে,

আর পার্থ—তুচ্ছ রাজ্য লোভে,

ক্ষিপ্ত হ'য়ে মোহ মদিরায়—

অনায়াসে নিজ গুরু দ্রোণেব বধিল ।

বক্র । অতি নীচ স্বার্থপর কপট ফাল্গুনী ।

শ্রীকৃষ্ণ । আরো শোন বৎস,

ছলনায় প্রতারিত করিয়া দ্রোণেব,

বধিয়াছে সেই ক্ষত্র কুলাঙ্গার ।

বক্র । ছলনায় ?

শ্রীকৃষ্ণ । ই্যা বৎস—নীচ ছলনায় ।

কালান্তক যমসম দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণ  
 প্রবেশিল রণমাঝে রুদ্রযুগ্মি ধরি,  
 লক্ষ লক্ষ শরজালে ছাইল গগন,  
 পাণ্ডব-শিবিরে উঠে ঘোর হাহাকার ।  
 কারো নাহি সাধ্য হ'ল  
 তেজো-দীপ্ত ব্রাহ্মণের হ'তে সম্মুখীন ।  
 কূটচক্রী যত্নপতি মিথ্যাবাক্য কবিল প্রচার—  
 দ্রোণপুত্র অশ্বখামা হত মহারণে ।  
 পুত্রের নিধনবার্তা শুনি বীর দ্রোণ,  
 ধনুঃশর ত্যাগ করি  
 রথের উপর হ'ল অচতন,  
 সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গেল নয়নের ধারে ;  
 স্নযোগ বুঝিয়া তীক্ষ্ণ বাণ বরিষণে  
 ধনঞ্জয় বধিল তাহারে ।  
 ক্ষত্র হ'য়ে নিরস্ত্র শত্রুর অঙ্গে শর প্রহারিল ?  
 কাহ্ন ।    কারে তুমি ক্ষত্র কহ !  
 ক্ষত্রিয় অধম—ক্ষত্র কুলাঙ্গার ।  
 গুরু আর পিতা উভয়ে সমান ;  
 গুরু বধ যে করিতে পারে  
 সে তো অনারাসে পিতৃহত্যা করিতে সক্ষম  
 অনিয়মে—অত্যাচারে ছেয়েছে জগৎ,  
 তাই আজি দুর্বল পীড়ক, অনাচারী, অত্যাচারী—  
 জগতের বৃকে বক্ষ ফুলাইয়া ফিরিছে সদন্তে ।  
 শ্রায় অশ্রায়ের যুদ্ধে,  
 শ্রায়ের স্বপক্ষে নিষ্পেষিত অশ্রায়েরে—

কেহ নাহি হয় অগ্রসব ।

কি গভীর পরিতাপ—বীর-হীন বসুন্ধরা ।

বভ্র । ও কথা বলো না দেব—

বীর হীন নহে বসুন্ধরা ।

শ্রীকৃষ্ণ । পুনরায় কহি বীরহীন বসুন্ধরা ।

হ্রায়ের কারণে, রক্ষা তরে ধর্মের গৌরব  
কহ, নির্বিচারে কেবা পারে প্রাণ বিসর্জিতে !

বভ্র । দেব—অপরাধ নিও না দাসের,

আমি পারি ।

শ্রীকৃষ্ণ । তুমি !

বিশ্বাস হয় না মোর ।

বভ্র । উত্তম—পরীক্ষা করিয়া দেখ ।

শ্রীকৃষ্ণ । মনে আছে মণিপুর-রাজ,

ভীষ্মের নিধনে—হ'য়ে আত্মহারা

অর্জুনের মৃত্যুভিক্ষা চেয়েছিল সকাশে তোমার !

মোর পদ স্পর্শ করি প্রতিজ্ঞা করিয়া

যাও নাই কুরুক্ষেত্রে আমার সহিত !

বভ্র । মনে আছে দেব—সব মনে আছে ।

কুরুক্ষেত্রে যেতে মাতা নিষেধ করিল,

জননীর অনুরোধ এড়াতে নারিলুম ।

কিন্তু শোন হে ব্রাহ্মণ—

সব আছে মোর মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা ।

ভুলি নাই কভু—

অর্জুন অগ্রায় যুদ্ধে ভীষ্মে বধিয়াছে ।

স্বর্গগত গুরুদেব নামে করেছি শপথ,

ফাল্গুনীরে যদি পাই সম্মুখে আমার—

বন্ধের শোণিতে তার তৃপ্তিদান করিব সে অতৃপ্ত আত্মার।

শ্রীকৃষ্ণ । শোন বৎস—

যুধিষ্ঠির করিয়াছে অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান,

মন্ত্রপুত অশ্ব তাই দেশে দেশে কবিছে ভ্রমণ।

রক্ষা হ'য়ে অর্জুন ফিরিছে সাপে।

অশ্বভালে রয়েছে লিখন—

যে ধরিবে সেই অশ্ব—যুদ্ধ তার অনিবার্য অর্জুনের সাথে।

ক্ষণ পূর্বে সেই অশ্ব দেখিয়াছি আমি

অই দূর পর্বতের পাশে।

শীঘ্র যাও অশ্ব গিয়া ধর,

অবিলম্বে অর্জুনের পাইবে সাফাৎ।

বক্র । এস দেব—দাও দেখাইয়া।

শ্রীকৃষ্ণ । শোন বক্রবাহ !

শপথ করহ মোর পদ স্পর্শ করি,

বিনা যুদ্ধে কভু তুমি অশ্ব নাহি দিবে।

বক্র । তোমার চরণ ছুঁয়ে করিলাম পণ,

বিনাযুদ্ধে অর্জুনেরে অশ্ব নাহি দিব।

শ্রীকৃষ্ণ । উত্তম—এস মোর সাপে।

[ উভয়ের প্রস্থান

( চিত্রাঙ্গদা ও চিত্ররথের প্রবেশ )

চিত্রাঙ্গদা । বক্র কোথা গেল ?

চিত্ররথ । কিছু আগে এইখানে দেখেছিলাম তারে।

চিত্রাঙ্গদা । হুটু ছেলে—একস্থানে থাকিতে পারে না।

চিত্ররথ । শোন মাতা—বক্রর বিবাহ-দিন স্থির হ'য়ে গেছে,



বিলম্ব নাহিক আর ।

এইবার মাতা নিশ্চিন্তে থেকো না ।

তুমি যদি থাক উদাসীন—একা আমি কি করিব তবে !

চিত্রাঙ্গদা । হে পিতৃব্য—তোমারি উপবে পিতা

রাজ্যের কল্যাণ ভার করি সমর্পণ,

নিশ্চিন্তে মৃত্যুর কোলে লভেছে আশ্রয় ।

আমি নারী—আর বক্র মোর এখনো বালক ।

এ রাজ্যের—এ বংশের ভাল মন্দ

সবি হস্ত তব 'পরে ।

চিত্ররথ । জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর পর

শত্রুগণ অসহায় ভাবিয়া তোমারে

কতবার করিয়াছে রাজ্য আক্রমণ ।

কতবার গৃহশত্রু চক্রান্ত করিয়া

সিংহাসন অধিকারে করেছে প্রয়াস ।

কিন্তু, একা আমি—ছিন্নভিন্ন করি সেই চক্রান্তের জাল

করিয়াছি শান্তিরক্ষা এ রাজ্যের মাঝে ।

কিন্তু মাগো—বৃদ্ধ হ'য়ে গেছি,

আর কতদিন বহি এই দায়িত্বের বোঝা ।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যৌবনের তেজ—

সে বিক্রম সবি নষ্ট হ'য়ে গেছে ।

চিত্রাঙ্গদা । হে পিতৃব্য—

সবি জানি,

একমাত্র তোমারে ভরসা করি—নিশ্চিন্তে রয়েছি আমি ।

চিত্ররথ । এইবার চিত্রাঙ্গদা—কিশ্রামেব প্রয়োজন মোর ।

মৃত্যুর পায়ের ধ্বনি

প্রতিক্ষণে বাজিতেছে কর্ণেতে আমার ।

বক্র এইবার—‘আপনার রাজ্য আপনি বুঝিয়া নিক্ ।

এই বিবাহেতে,

বল মাতা—কারে কারে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে ?

চিত্রাঙ্গদা । বক্রর বিবাহ—এষে মোর জীবনের মহা-মহোৎসব !

এ রাজ্যের দীনতম ভিখারীরে

রাজপুরে কর নিমন্ত্রণ ।

মণিপুরবাসী যত নরনারী

মহোৎসবে মত্ত হোক আমারি মতন ।

মুক্ত করি দাও রাজকোষ—

ধনরত্ন যাহা কিছু রয়েছে সঞ্চিত

দ্রুত প্রজাদের মাঝে দাও বিলাইয়া ।

চিত্ররথ । আর কাহারেও নিমন্ত্রণ করিবে না মাতা ?

চিত্রাঙ্গদা । না ।

চিত্ররথ । পঞ্চপাণ্ডবের নিমন্ত্রণ—উচিত জননী ।

চিত্রাঙ্গদা । কেন ?

চিত্ররথ । পুত্রের বিবাহবার্তা পিতা জানিবে না ?

চিত্রাঙ্গদা । যে জনক—পুত্রের জন্মের কভু রাপেনি সংবাদ

পুত্রের বিবাহবার্তা তারে জানাবার নাহি প্রয়োজন ।

চিত্ররথ । এ কি অভিমান মাতা ?

চিত্রাঙ্গদা । কাহার উপর অভিমান করিব পিতৃব্য ।

পঞ্চবিংশ বৎসরের মাঝে

আপন পত্নীরে যেবা করেনি স্মরণ,

তার 'পরে অভিমান সাজে কি কখনো ?

চিত্ররথ । তুমি মাতা ছিলে হেথা—বহুদূরে,

তাই ধনঞ্জয়—সাক্ষাতের পায়নি স্রবোগ ।

চিত্রাঙ্গদা । কেবা বলেছিল তারে রাখিতে আমারে হেথা ?

মণিপুরে রাজমাতা হ'য়ে—

ঐশ্বর্যের মাঝে চাহিনি থাকিতে কভু ।

আমি পত্নী তাঁর—ধর্ম সাফল্য করি মোরে করেছে গ্রহণ ;

সম্পদে বিপদে আমি তাঁর সুখদুঃখ

সমভাবে বহিবারে সর্বদা প্রস্তুত ।

তবে কেন এতদিন সে আমারে করেনি স্মরণ ?

চিত্ররথ । কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবেতে

অলেছিল কি ভীষণ সময় অনল—

সবি জ্ঞান তুমি ।

তাই ধনঞ্জয় ডাকে নাই তোমা সেই বিপদের মাঝে ।

চিত্রাঙ্গদা । স্তম্ভদ্রা দ্রৌপদী সম তাঁর পার্শ্বে থাকি

উপেক্ষিতে শত্রুরে সদন্তে—নহি কি সক্ষম আমি !

‘হে পিতৃব্য—তোমারি শিক্ষায় বাল্যকাল হ’তে

সর্ব অস্ত্র করেছি আয়ত্ত ;

হ’লে প্রয়োজন পারি আমি ভেটিবারে

দেবরাজ পুরন্দরে সম্মুখ সমরে ।

অগ্নি রমণীর মত এই বাহু মোর

নহে কোমল মৃণাল—

সহস্র বজ্রের শক্তি রয়েছে সঞ্চিত ।

তবে কেন আমি তার পাশে স্থান নাহি পাব ?

চিত্ররথ । অতি অল্পদিন ধনঞ্জয়—

তোমাসনে মিশিবার পেয়েছে স্রবোগ !

তাই অল্প রমণীর সম—

কোমল হৃদয়া বলি ভেবেছে তোমাৰে ।

মনে হয় মাতা,

তোমাৰে উপেক্ষা—নহে ইচ্ছাকৃত তার ।

চিত্রাঙ্গদা । আমার উপেক্ষা !

আমার উপেক্ষা, সহিবার শক্তি আছে এ বক্ষে আমার ।

কিন্তু দেব মোর বক্রর উপেক্ষা,

মাতা হ'য়ে আর আমি সহিতে পারি না ।

অল্প বালকের কাছে শুনি পিতার স্নেহের কথা

পিতৃস্নেহ অভিনাযী সন্তান আমার

গলাটি জড়ায়ে মোর কতবার শুধায়েছে,

কেবা তার পিতা—

কিন্তু, আমি তারে কোন দিন পারিনি বলিতে ।

হৃদিসহ বেদনায় কণ্ঠ মোর রুদ্ধ হ'য়ে গেছে ।

চিত্ররথ । ছিঃ—ছিঃ—চিত্রাঙ্গদা—কাঁদিও না তুমি !

চিত্রাঙ্গদা । বীরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় জনক যাছার,

ধর্মের প্রতীক মূর্তি রাজ্য যুধিষ্ঠির,

দণ্ডধারী যম সম বীর বুকোদর

জ্যেষ্ঠতাত বার—

পরিচয় হীন হ'য়ে, সে রয়েছে জগতের মাঝে,

মাতা হ'য়ে আমি দেব সেকথা কেমনে ভুলি—

এত ব্যথা রাখিবার স্থান কোথা মোর ?

চিত্ররথ । মাতা—দুঃখ ব্যথা নিত্য এ জগতে ।

ক্রন্দনের মাঝে মানবের জীবন আরম্ভ—

আর জীবনের পরিণতি এই ক্রন্দনের মাঝে ।

হুঃখের নিবৃত্তি করা পরম কর্তব্য ;  
 কৰ্মক্ষেত্রে জড়সম হ'লে অভিবৃত্ত  
 হুঃখ আরো চেপে ধরে—সুখ শাস্তি নষ্ট হ'য়ে যায় ।  
 সতী তুমি—সতীকুলরাণী ছিল জননী তোমার,  
 পতির উপরে অভিমান ক'রো না কখনো ।  
 আমি নিজে যাব ধৰ্ম্মরাজ পাশে—  
 ষুধিষ্ঠির সহ চারি ভ্রাতা—নিমগ্ন করিব সাদরে ।

( ইরার প্রবেশ )

চিত্রাঙ্গদা । এ কি !

মুখখানি এত ম্লান কেন—কি হয়েছে ?

চিত্ররথ । কি হয়েছে দিদি ?

ইরা । দাছ বক্র যেন কোথা চলে গেছে ।

প্রাসাদের সব স্থানে করেছি গন্ধান—

কোথাও না পাইছু তাহারে ।

চিত্ররথ । এ তো অত্যন্ত অশ্রায় তার ।

তোমা'রে না বলি—চলে গেছে তোমা'রে ছাড়িয়া ?

ইরা । দেখ তো দাছ

চিত্ররথ । এইবার ফিরে এলে,

শাস্তি দিব তারে তোমা'রি সম্মুখে ।

ইরা । হাঁ দাছ—তাই ক'রো—শাস্তি দিও তারে ।

চিত্ররথ । গুরুতর অপরাধ—বল দেখি—কোন্ শাস্তি দিব ?

ইরা । যাহা ইচ্ছা হয় ।

চিত্ররথ । বক্র ফিরে এলে—তার কানহুটে কেটে নিব আমি ।

ইরা । না দাছ—

কান কেটে নিলে, মোর কথা একেবারে পাবে না শুনিতে

চিত্ররথ । তবে মাথা ঝাড়া ক'রে ঘোল ঢেলে দিব ।

ইরা । না দাছ—কি সুন্দর চুল তার—সব'নষ্ট হ'য়ে যাবে ।

চিত্ররথ । তবে তো বিপদ ।

ইরা । শোন দাছ ।

বক্র এলে বলে দিও তারে—

আর কোনদিন যেন, আমাদের ছাড়িয়া কোথাও না যার ।

চিত্রাঙ্গদা । আচ্ছা—তাই হবে মা—তাই হবে ।

চিত্ররথ । চিত্রাঙ্গদা—চল এইবার—বহু কার্য্য আছে ।

আসি দিদি—

[ চিত্ররথ ও চিত্রাঙ্গদার প্রস্থান

[ ইরা কিছুক্ষণ এদিক ওদিক চাহিয়া গাহিল । ]

## ৮ ইরার গীত

আজি গগনে লেগেছে ঘুম ঘোর

ধরণী বাদল বিভোর ।

রিনি রিনি কেঁপে ওঠে বরষার ঝঙ্কার

বাদলের বীন্ তার,

ঘুমাচ্ছে অন্তর মোর ।

পাণ্ডুর আবরণ পারে

( কোন ) অদেবার চাহনি ইসারে

বাদলের বারিধারা মাঝে

( কার ) স্তম্ভুর গুঞ্জন রাজে

চঞ্চল বিরহ কাতর ।

( বক্রবাহনের প্রবেশ )

বক্র । ইরা—ইরা—শোন্—শোন্ ।

ইবা । ( একবার বক্রর দিকে চাহিয়া মুখ ফিরাইল )

বক্র । দেখে যা—

কি সুন্দর অশ্ব ধরিয়াছি ।

ইরা। অশ্ব ! কোথা অশ্ব ?

বক্র। ঐ দেখ্।

ইরা। কি সুন্দর অশ্ব !

বক্র—ওটী আমি নেব।

বক্র। জানিস্—কার অশ্ব ওটী ?

ইরা। না।

বক্র। মহারাজ যুধিষ্ঠির করিয়াছে যজ্ঞ-অহুষ্ঠান।

ওটী সেই যজ্ঞ-অশ্ব।

অশ্বভালে রয়েছে লিখন—

যে ধরিবে এই অশ্ব—অনিবার্য যুদ্ধ তার অর্জুনের সাথে।

ইরা। বক্র—অশ্ব ছেড়ে দাও।

বক্র। কেন ?

ইরা। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ—বড় ভয় হয়।

বক্র। এত ভীক তুই।

অর্জুনের নাম শুনে ভয়েতে অস্থির !

ইরা। শুনিয়াছি জননী'ব মুখে—

গাণ্ডীবী অর্জুন নাকি শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর ভারত মাঝারে।

মল্লযুদ্ধে—দেব দেব মহাদেবে পরিতোষ করি

পশুপত অস্ত্র লাভ করেছে হেলায় ;

খাণ্ডব দাহনে—বজ্রধর দেবরাজে করেছে বিমুখ।

বক্র ! তাই আবাল্যের কামনা আমার—

দর্পচূর্ণ করিব পার্থের সম্মুখ সমরে।

এতদিন পরে তার এসেছে সুযোগ—

বিনা যুদ্ধে অশ্ব নাহি দিব।

( প্রতiharীর প্রবেশ )

প্রতiharী । পাণ্ডব-শিবির হ'তে এসেছে সাত্যকি,

মাগিতেছে রাজ দরশন ।

বক্র । নিয়ে এস হেথা

[ প্রতiharীর প্রস্থান ]

ইরা—ক্ষণকাল ব'স অই থানে ;

দেখা করি সাত্যকির সনে—অবিলম্বে যাইতেছি আমি ।

ইরা । বক্র—

বক্র । কোন ভয় নাই ।

সাত্যকির সনে মোর নাহিক বিরোধ ।

অই আসিছে সাত্যকি—বা বিলম্ব করিস্ না--

ইরা । দিও না তাড়িয়ে মোরে ।

কোন কথা কহিব্ না আমি,

এক পাশে চুপ করে রহিব দাঁড়িয়ে ।

( সাত্যকির প্রবেশ )

সাত্যকি । তুমি বক্রবাহ—মণিপু-রাজ ?

বক্র । অনুমান সত্য তব, আমি বক্রবাহ ।

কেবা তুমি বীরবর—দেহ পরিচয় !

সাত্যকি । সাত্যকি আমার নাম--যতকূলে জনম আমাব ।

বক্র । যতকুল-ধুরন্ধর—তুমি ধানুকী সাত্যকি ?

তার পর—মোর কাছে কিবা প্রয়োজন

জানিতে কি পারি ?

সাত্যকি । শুনিলাম অশ্বমেধ যজ্ঞঅশ্ব ধরিয়াছ তুমি—তাই—

বক্র । দেখিতে এসেছ সত্য কথা কিনা ?

বীরবর—মিথ্যা শোন নাই তুমি ।



তোমাদের যজ্ঞঅশ্ব আমি নিজে ধরিয়াছি ;

অই দেখ সযতনে রেখেছি বাধিয়া ।

সাত্যকি । জান—কার অশ্ব ধরিয়াছ তুমি ?

বক্র । অবশ্যই জানি ।

সাত্যকি । এই দণ্ডে অশ্ব মোরে দাও কিরাইয়া—নহে—

বক্র । নহে স্ননিশ্চয় রণ অৰ্জুনের সনে ।

সাত্যকি । অশ্বভালে রয়েছে লিখন—পড়িয়াছ তুমি ?

বক্র । শুধু পড়ি নাই—অতি যত্নে রেখেছি নিকটে ।

( লিখন দেখাইল )

সাত্যকি । তোমার উত্তর ?

বক্র । ক্ষত্র হ'য়ে জিজ্ঞাসিছ উত্তর আমার !

শোন বীরবর—

স্বচ্ছায় ধরেছি অশ্ব—বিনা যুদ্ধে কভু নাহি দিব ।

সাত্যকি । এখনো বুঝিয়া দেখ ।

জান—কারে তুমি শত্রুরূপে করিছ আহ্বান ?

বক্র । জানি বীরবর ।

সাত্যকি । সামান্য বালক হ'য়ে

কেন এই বিপদেরে কর আলিঙ্গন ?

তুবনবিজয়ী পার্থ মহা ধনুর্ধর—

সহ সহোদর ভীম, ভীম পরাক্রম—

লক্ষ লক্ষ অস্ত্রধারী অশ্বের রক্ষক ।

ক্ষুদ্র মণিপুর—তার অধিপতি তুমি—

ইরা । ক্ষুদ্র বটে মণিপুর—কিন্তু ক্ষুদ্রপ্রাণ নহে মণিপুর-রাজা,

শৌর্য্য বীর্য্যে কারো হ'তে হীন নন তিনি ।

শুনিয়াছি—সভ্য দেশে জনম তোমার—

নাহি জ্ঞান সভ্যতার রীতি,

নাহি জ্ঞান—রাজ সম্ভাষণ কেমনে করিতে হয় ?

বক্র । যাক্—সে কথার নাহি প্রয়োজন—

এইবার স্বস্থানে প্রস্থান করি,

বার্তা দেহ তব ভুবনবিজয়ী বীরে,

মণিপুর-রাজ বক্রবাহ ধরিয়াছে হয়—

বিনা যুদ্ধে অশ্ব নাহি পাবে ।

সাত্যকি । এতক্ষণে বুঝিলাম শমন নিকট,

ঘটিয়াছে মতিভ্রম তাই সবাকার ;

নহে পার্থসনে যুঝিবারে চাহ ?

শর মুখে উপাড়িয়া ক্ষুদ্র মণিপুর

সাগরের জলে এই দণ্ডে করিবে নিক্ষেপ ;

অনিশ্চিত স্ববংশে নিধন ।

বক্র । উপদেশ-সুধা তব আকর্ষণ করেছে পান ।

সামান্য সেনানী তুমি—

ইহার উত্তর তোমারে কি দিব ?

শীঘ্র যাও—হে বীর সাত্যকি,

বল গিয়া তব প্রভু কপটী পার্থেরে—

সাত্যকি । কি কহিলে—কপটী ফাল্গুনী ?

বক্র । পুনর্বার কহি কপটী ফাল্গুনী ।

স্নেহান্ন ধার্মিক মহাপ্রাণ ভীষ্মদেবে

বধে নাই ধনঞ্জয় কপট সমরে ?

দেবোপম গুরুদেব বীর দ্রোণাচার্য্যে

মিথ্যাবাক্যে করি প্রতারিত

হীন গিশাচের সম—

বধে নাই তব ভুবনবিজয়ী বীর পার্থ ধনুর্ধর ?

সাত্যকি । কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মহিমা—

মূর্থ তুমি—তুমি কি বুঝিবে ?

বক্র । বুঝিবার প্রয়োজন নাহি বীরবর ।

যাও—কহ গিয়া তোমার প্রভুরে,

সাধ্য থাকে সম্মুখসমবে পরাজিত করিয়া আমারে—

অশ্ব নিয়ে যাক ।

সাত্যকি । উত্তম—চলিলাম তবে ।

উপযুক্ত শাস্তি তব মিলিবে অচিরে ।

বক্র ! ~~যথা অভিলাষ তব হে বীর কেশরী ।~~

যেতে যেতে শোন হে সাত্যকি—

কহিও অর্জুনে—

নহি আমি ধর্মভীরু বুদ্ধ ভীষ্মদেব,

নপুংসকে দেখিয়া সম্মুখে—

অস্ত্র ত্যাগ করিব না যুদ্ধের সময় ।

নহি আমি স্নেহাতুর দ্বিজ দ্রোণাচার্য্য,

মিথ্যা বাক্যে পারিবে না প্রতারিতে মোবে ।

অত্ন কিছু ছলা কলা জানা থাকে যদি—

তবেই কহিও তারে ভেটিতে আমারে ।

সাত্যকি । এত স্পর্ধা—এত দম্ভ তব ?

বক্র । বৃথা দম্ভ করি নাই তোমাদের মত ।

কুরুপক্ষ রথিগণে ছলনায় বধি,

বীরহীন বসুন্ধরা ভাবিলাছ মনে—

তাই দম্ভভরে অশ্বভালে দিয়াছ লিখন ।

থণ্ড থণ্ড কবি এই লিখমেরে—

করিলাম পদাঘাত তোমারি সম্মুখে'।

সাধ্য থাকে প্রতিশোধ লইও ইহার।

[ সাত্যকির সঙ্কোচে প্রস্থান

( চিত্রবণ ও চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ )

চিত্রা। বভ্র !

বভ্র। মাতা—আজি মোব জীবনের নব সুপ্রভাত।

গুনিয়াছি তোমার নিকট—

তৃতীয় পাণ্ডব পার্থ শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর ;

দেখিতে তাহায়ে ছিল বড় সাধ মোব ।

সেই পার্থ আসিয়াছে মণিপুরে আজি ।

চিত্রা। মণিপুরে আসিয়াছে তৃতীয় পাণ্ডব !

বভ্র। মুখিষ্ঠির করিয়াছে যজ্ঞ অনুষ্ঠান,

অশ্বের রক্ষক হয়ে আসিয়াছে তৃতীয় পাণ্ডব ।

সেই অশ্ব অই দেগ সযতনে বেগেছি বাধিয়া ।

চিত্রা। কি করেছ অবোধ বালক !

কার অশ্ব ধরিয়াছ তুমি ?

এই দণ্ডে যজ্ঞঅশ্ব মুক্ত করি দাও ।

বভ্র। সে কি কথা মাতা !

বীর দর্পে ধরিয়াছি পাণ্ডবের হয়,

এই মাত্র দস্তভরে কহিলাম সাত্যকিরে

বিনা যুদ্ধে অশ্ব নাহি দিব ।

চিত্রা। অবোধ সন্তান—

কার সনে যুদ্ধ করিবারে চাহ ?

বভ্র। দেহ আজ্ঞা জননী আমার,

তব আশীর্বাদে—

অৰ্জুনের দৰ্প চূর্ণ করিব সমরে ।

চিত্ররথ । অসম্ভব এই যুদ্ধ শোন বক্রবাহ,  
পিতা তব ধনঞ্জয় তৃতীয় পাণ্ডব ।

বক্র । পিতা মোর তৃতীয় পাণ্ডব !

মাতা—সত্য—সত্য পিতা মোর তৃতীয় পাণ্ডব ?

চিত্রা । হ্যাঁ পুত্র—পিতা তব বীরশ্রেষ্ঠ পার্থ ধনুর্ধর ।

অশ্ব লয়ে যাও পুত্র জনকের পাশে,

অপরাধ মাগি লহ চরণে তাঁহার ।

চিত্ররথ । চিত্রাঙ্গদা—ভবিও না তুমি—

আমি নিজে সঙ্গে করি নিয়ে যাব

বক্রবাহনেরে অৰ্জুনের পাশে ।

পুত্রস্নেহে বন্দী করি পাশাণ অৰ্জুনে,

অবিলম্বে আনিব তাহারে হেথা ।

পতি-পরিত্যক্তা অভাগিনী জননী আমার

যখনই দেখিতাম—

বেদনায় ভরা ছল ছল নয়ন তোমার—

ব্যথাক্রিষ্ট শ্লান মুখখানি,

শতধারে ফেটে যেত জীর্ণ বক্ষ মোর ।

ইরা । বক্র—বক্র বিলম্ব ক'রো না আর—

চল—চল ত্বরা দুজনায় গিয়ে

পাণ্ডব-শিবির হ'তে ধরে নিয়ে আসি ধনঞ্জয়ে ।

বক্র । মাতামহ—সময় ঘোষণা করি —

বিনা যুদ্ধে কতু আমি অশ্ব নাহি দিব ।

ত্রিভুবনে কলঙ্ক রটিবে—

সর্বলোকে কহিবে হাসিয়া  
প্রাণভয়ে ভীত হ'রে অশ্ব ত্যাঞ্জিলাম ।  
শোন মাতা—তুমিই কহিলে পিতা মোর ক্ষত্র চূড়ামণি,  
যুদ্ধ করি দিব পরিচয়—  
সত্য আমি কিনা সন্তান তাঁহার ।

চিত্রা । জন্মদাতা সনে চাহ করিতে সমব !  
ছিঃ—ছিঃ গুল ওকথা এনো না মুখে ।  
শোন নাই তুমি—  
পিতৃ আজ্ঞা পালিবারে—  
স্বহস্তে জননী বধ ক'রেছিল দেব ভগুরাম !  
জনক প্রসন্ন হ'লে প্রসন্ন দেবতা !

বক্র । কিন্তু মাতা—  
ব্রাহ্মণের কাছে করিয়াছি অঙ্গীকার—  
পদস্পর্শ করি তাঁর ক'রেছি শপথ,  
বিনাযুদ্ধে পাওবেই অশ্ব নাহি দিব ।'

চিত্ররথ । কে সে ব্রাহ্মণ ?  
কত দিন চিনিয়াছ তারে—কে সে তোমার ?  
ছিঃ ছিঃ—এত দিন ধরি এত যত্নে কারে শিক্ষণ দিছি !  
কার তরে এ বুদ্ধ বয়সে—  
এ দেহের বিন্দু বিন্দু রক্ত ঢালি,  
রাজ্যরক্ষা করিয়াছি আমি !  
মাতৃভক্তিহীন বর্বর সন্তান—  
মাতৃআজ্ঞা লঙ্ঘিবারে চাহ ?

( শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ )

শ্রীকৃষ্ণ । বক্রবাহ !

বক্র । দেব !

শ্রীকৃষ্ণ । মনে আছে প্রতিজ্ঞা তোমার ?

চিত্রাঙ্গদা । কে তুমি ব্রাহ্মণ—

পিতৃবধে সন্তানেরে কর উত্তেজিত ?

শ্রীকৃষ্ণ । মহারাজ বক্রবাহ—

পালিবে কি পালিবে না প্রতিজ্ঞা তোমার ?

নিরুত্তর !

ক্ষত্রিয় অধম—ক্ষত্র কুলাস্থার,

জান যদি পালিবে না প্রতিজ্ঞা তোমার—

কেন পদস্পর্শ করি করিলে শপথ !

শোন বক্রবাহ—অভিশাপ দিলাম তোমারে—

বক্র । হে ব্রাহ্মণ—কিবা অভিশাপ দিতে চাহ মোরে !

অভিশাপে যদি তব—

বিশ্বনাশী দাবানলে ধ্বংস হ'য়ে যাই—

সহস্র জনম হয় নরক-নিবাস—

জননীর অঞ্জা তবু নারিব লজ্বিতে ।

জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী জননী আমার—

কর আশীর্বাদ—

নির্বিচাবে যেন পারি

বহিবারে আদেশ তোমার ।

( বক্রবাহন নতজানু হইল, চিত্রাঙ্গদা আশীর্বাদ করিল )

# তৃতীয় অঙ্ক.

## পাণ্ডব-শিবির

অর্জুন একাকী পদচারণ করিতেছিল

এই সেই মণিপুর ।

কত দিন—কত যুগ পরে আবার এসেছি হেথা ।

অই দূব মৌনমূক পর্বতের শ্রেণী,

শ্রামলিত বনানীর চঞ্চল অঞ্চল,

বর্ষার প্লাবনক্ষীত তটিনীর জল,

নীড়মুখী বিহগেব অশ্রুট কাকলী,

যেন কত পরিচিত—কত আপনার ।

( দূব বনানীর বৃক হইতে সঙ্গীত ভাসিয়া আসিল )

ওরে পথহারা, ফিরে আয়—আয় ফিরে ।

বহিয়া পথের ভার,

কতদূরে যাবে আর,

সন্ধ্যা নামিল বীরে ।

সত্যই তো—সংসার-মরুর মানে

কোথা সুখ—কোথা শান্তি ?

মণিপুর—ধরণীর নন্দন কানন—

তোর অই বনপথে স্নিগ্ধ বটছায়ে

যৌবনের স্পন্দ মোর হয়েছে সার্থক—

তোর বৃকে শুনিয়াছি যৌবনের গান,

যার ছন্দ—যার ভাষা—সুরের কম্পন,



এত দিন পরে তবু বুকের মাঝারে

ক্ষণে ক্ষণে উঠিছে রণিয়া ।

( বৃষকেতুর প্রবেশ )

অৰ্জুন । কি সংবাদ বৃষকেতু ?

বৃষকেতু । আমি ও সাত্যকী ছিন্ম অশ্বের প্রহরী ।

উজলিয়া বনপথ রূপের আভায়,

সুদীর্ঘ গঠন এক হাস্তময় যুবা,

অশ্ব নিয়ে গেল চলি চোখের নিমেষে ।

অৰ্জুন । কে সে যুবা—পেয়েছ সংবাদ ?

বৃষকেতু । পাইয়াছি দেব ।

বক্রবাহ নাম তার মণিপুর-রাজা ।

অৰ্জুন । কোন্ ভাগ্যবান পিতা তার—জেনেছ সংবাদ ?

বৃষকেতু । না পিতৃব্য—

তার পিতার সংবাদ কেহ নাহি জানে ;

তবে গুণিলাম—মণিপুর-রাজার নন্দিনী

দেবী চিত্রাঙ্গদা জননী তাহার ।

অৰ্জুন । চিত্রাঙ্গদা—চিত্রাঙ্গদা—

কি কহিলে চিত্রাঙ্গদা জননী তাহার ?

বৃষকেতু । হ্যাঁ পিতৃব্য ।

বক্রবাহে ভেটিবারে—রাজপুরে গিয়াছে সাত্যকি ।

অৰ্জুন । ভয় নাই পুত্র ।

নিরুদ্ধেগে কর তুমি বিশ্রাম গ্রহণ ;

অবিলম্বে অশ্ব মোরা পাইব ফিরিয়া ।

বৃষকেতু । হে পিতৃব্য—

ক্ষুদ্র মণিপুর বলি নিশ্চিস্ত থেকো না ।

## তৃতীয় অঙ্ক

যুবকের নয়নের কোণে

দেখিয়াছি আমি যেন প্রলয়ের শিখা,

কণ্ঠস্বরে শুনিয়াছি বজ্রের নির্ঘোষ ।

অৰ্জুন । প্রলয়ের মাঝে জনম যাহার—

তারি চোখে খেলে প্রলয়ের শিখা ।

বৎস, নাহি কোন ভয়—

নিশ্চিত জানিও—বিনাযুদ্ধে অশ্ব ফিরে পাবে ।

বৃষকেতু । বিনাযুদ্ধে !

অৰ্জুন । হ্যাঁ বৎস—বিনাযুদ্ধে ।

বৃষকেতু । হে পিতৃব্য—কেবা এই বক্রবাহ শুনিতে কি পারি ?

অৰ্জুন । আমাদের পরম আত্মীয় ।

পশ্চাতে কহিব সব,

যাও এবে কর গিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ ।

বৃষকেতু । যথা আজ্ঞা দেব ।

[ বৃষকেতুর প্রস্থান ]

অৰ্জুন । বক্রবাহ সুনিশ্চয় আমারি সন্তান ।

চিত্রাঙ্গদা—পরিত্যক্তা অভাগিনী প্রেয়সী আমার—

পুত্রস্নেহ-বৃদ্ধশ্রিত ঊষর অন্তরে

বহাইতে স্নিগ্ধ স্নেহ মন্দাকিনীধারা

তবে তুমি এত দিন পালিয়াছ সন্তানে আমার !

কুরুক্ষেত্রে কুরুকুলে করিয়া নিধন,

গৌরবের অয়টীকা পরিয়া লগাটে

দর্পভরে ভ্রমিতেছি জগতের মাঝে ;

কিন্তু তুমিতো জান না প্রিয়ে,

কি গভীর মহাক্ষত

রহিয়াছে বন্ধের মাঝারে ;  
 অভিমত মৃত্যুশোক কি গভীর ভাবে  
 বাজিয়াছে অন্তবে আমার ;  
 কি সে তীব্র জ্বালা—  
 যাহার পীড়নে প্রতি পলে  
 শ্বাস রোধ হইতেছে মোন ।  
 তুমি—এস—এস প্রিয়ে  
 সাথে লয়ে পুত্রের মোর বশের পাবন,  
 অভিমানভরা ছল ছল চোখে,  
 কর তিরস্কার পাবাগ অর্জুনে ।

( ঈর্ষ্যের প্রবেশ )

- অর্জুন । একি—সখা তুমি !  
 শ্রীকৃষ্ণ । দারকার ছিষ্ট,  
 আজি প্রাতে—তব লাগি মন বড় হ'ল উচাটন ।  
 তাই মহা বাস্তে আসিতেছি আমি ।  
 হেথাকার সকলি কুশল—হয় নাই কোন অমঙ্গল ?  
 অর্জুন । তুমি যার সখা—  
 তুমি বাবে রেখেছ চরণে,  
 তার অমঙ্গল কভু কি সম্ভব !  
 শ্রীকৃষ্ণ । যাক্—এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হইলু ।  
 অর্জুন । সখা—এখনি তোমার কথা হয়েছিল মনে,  
 অন্তর্য্যামী তুমি নারায়ণ—  
 তাই বুঝি গুনিয়াছ ভক্তের আহ্বান ।  
 শ্রীকৃষ্ণ । তবে ঘটেছে কি কোনও বিপদ ?  
 অর্জুন । ভেবেছ কি তুমি নারায়ণ—

শুধু বিপদে পড়িলে করি স্মরণ তোমারে ?  
সম্পদে বিপদে ও রাঙা চরণ ছুটি একমাত্র সম্বল আমার ।  
সখা—আজি মোর মহা শুভদিন,  
পেয়েছি সংবাদ নহি পুত্রহীন আমি,  
মহাবীর পুত্র মোর রয়েছে জীবিত ।

শ্রীকৃষ্ণ । তোমার সন্তান ! কোথায় সে সখা ?  
অর্জুন । মনে পড়ে—বহুদিন আগে বলেছি তোমারে  
যৌবনের সন্ধিক্ষণে হয়েছিল দেখা  
মণিপুর-রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা সনে !

শ্রীকৃষ্ণ । ই্যা মনে পড়ে, তারে কবেছিলে গন্ধক বিবাহ—না ?

অর্জুন । গর্ভে তার জন্মিয়াছে বীর বক্রবাহ—  
সুন্দর স্খাম খুবা নয়ন-আনন্দ ,  
বৃষকেতু দেখিয়াছে তারে ।

শ্রীকৃষ্ণ । বৃষকেতু কেমনে দেখিল ?

অর্জুন । যজ্ঞঅশ্ব আমাদের নিশ্চিন্তে লমিতেছিল,  
অই দূর পর্বতের পাশে ।  
বক্রবাহ ধরিয়াছে সেই মগ্নপূত হয় ।

শ্রীকৃষ্ণ । সত্যই কি ধারণা তোমার—বক্রবাহ তোমার সন্তান ?

অর্জুন । ধারণা কি সখা—এ যে প্রব সত্য ।  
নারায়ণ—কেন হেরি চিন্তিত তোমারে ?

শ্রীকৃষ্ণ । সত্য যদি বক্রবাহ সন্তান তোমার—  
তবে দেখিতেছি বিষম বিপদ ।

অর্জুন । বিপদ ! কেন সখা ?

শ্রীকৃষ্ণ । তোমার সন্তান বীরদর্পে অশ্ব ধরিয়াছে,  
বিনাযুদ্ধে কতু অশ্ব দিবেনা ছাড়িয়া ।

অৰ্জুন । পুত্র হ'য়ে পিতা সনে করিবে সমর !  
 অসম্ভব—অসম্ভব জনাৰ্দন ।  
 ভুলক্রমে ধরিয়াকে হয়,  
 অবিলম্বে বুঝি নিজ ভুল, অশ্ব লয়ে আসিবে এখানে  
 পিতা-পুত্রে রণ কভু কি সম্ভব !

শ্রীকৃষ্ণ । সখা—ভগবান্‌ রামচন্দ্র  
 নিজপুত্র লবকুশ সনে করেছিল রণ ।  
 আর, সে সমরও হয়েছিল যজ্ঞঅশ্ব লাগি ।

অৰ্জুন । লবকুশ জানিত না কেবা পিতা তাহাদের ।  
 আর রামচন্দ্র তাহাদের পাবে নি চিনিতে,  
 নির্বাসিতা জানকীর সন্তান বলিয়া ।  
 এ কাহিনী চিত্রাঙ্গদা যখনি শুনিবে,  
 ছুষ্ঠ পুত্র সহ নিজে আসি মাগিবে মার্জ্জনা ।

( সাত্যকিব প্রবেশ )

শ্রীকৃষ্ণ । কি সংবাদ সাত্যকি ?

সাত্যকি । হে কেশব—কি আর कहিব—  
 যজ্ঞঅশ্ব ফিরে নাহি পেহু ।

অৰ্জুন । হে সাত্যকি—করেছ বিধম ভ্রম,  
 বক্রবাহ সনে কেন করনি সাক্ষাৎ ?

সাত্যকি । হে ফাল্গুনী—আমি নিজে ভেটিয়াছি তারে ।

অৰ্জুন । কেন তুমি कहিলে না তারে—  
 অশ্বের রক্ষক হ'য়ে আমি আসিয়াছি ।

সাত্যকি । তাও कहিয়াছি ।

অৰ্জুন । তবু অশ্ব নাহি দিল ?

সাত্যকি । হে গাণ্ডীবি ! কত দেশে—

কত মহারথি সহ হয়েছে সংঘাত,  
কিন্তু হেন অপমান হই নাই কভু ।  
ক্ষুদ্র মণিপুর—অসভ্য বর্কর জাতি,  
তার অধীশ্বর সামান্য বালক,  
হেন অপমান করিয়াছে মোরে—  
কি আর কহিব—কহিতে হৃদয় জ্বলে ;  
বালকের সুন্দর মুরতি হেরি—  
অন্তরেতে স্নেহ উপজিল,  
তাই বুঝাইয়া কহিলু তাহারে,  
ছেড়ে দিতে রণ-অভিলাষ ।  
কিন্তু সেই দুর্ধীনীত অধম বর্কর,  
কটু কথা উচ্চারিল তোমারি বিরুদ্ধে ;  
সেই শ্রেষ বাণী এখনো স্মরণিছে কাণে ।  
শুধু তাই নহে—

আমাদের সুপবিত্র সেই লিখনেরে থণ্ড থণ্ড করি  
পদাঘাত করিল সে আমারি সম্মুখে ।

শ্রীকৃষ্ণ । অবোধ বালক না বুঝিয়া করেছে এ কাজ,  
কি কহ ফাল্গুনী ?

সাত্যকি । হে কেশব—কারে তুমি কহিতেছ অবোধ বালক ?  
নিজ কাণে শুনিলে সে বচনের ছটা—  
সম্মুখিতে ক্রোধ তব নারিতে নিশ্চয় ।

শ্রীকৃষ্ণ । যাও এবে লওগে বিশ্রাম ।  
অবিলম্বে জানাইব কর্তব্য সকল ।

সাত্যকি । বিবেচনা করিবার কি আছে কেশব ?  
আমাদের শক্তিরে উপেক্ষা করি বহুবাহ ধরিয়াছে হুম ;

এই দণ্ডে সৈন্তগণে করহ আদেশ--

মণিপুর-রাজধানী ভাঙি পদাঘাতে,

চূর্ণ চূর্ণ করি দিক ধূলির মাঝারে ।

শ্রীকৃষ্ণ । আচ্ছা যাও এবে, দেখ কোথা বুকোদব ।

[ সাত্যকির প্রস্থান ]

শ্রীকৃষ্ণ । এতক্ষণে বিলাস—বক্রবাহ সত্য তোমারি সন্তান !

না হ'লে তোমার পুত্র,

পার্কীতা গন্ধর্ব্ব রাজ্যে লইরা জনম

এ হেন সাহস—এ হেন বীরত্ব—

হেন শৌর্য্য কেমনে পাইবে ?

অভিমত পুত্রশোক ভুলে যাও সখা,

কর—কর তুমি আনন্দ-উৎসব

এক পুত্র গেছে কিন্তু তারি সম

বীর্য্যবান পুত্র তব রয়েছে জীবিত ।

অর্জুন । কিন্তু, কি আশ্চর্য্য সখা—

অবোধ বালক—জেনেশুনে চাহে পিতাসনে করিতে সমর !

শ্রীকৃষ্ণ । কেন ক্ষুব্ধ হ'তেছ অর্জুন !

পুত্র তব বীরোচিত—ক্ষত্রোচিত কার্য্য করিয়াছে ;

তব নাম শুনি, আজি যদি বক্রবাহ অশ্ব ছেড়ে দিত,

বুঝিতাম স্নানিচয় চিত্রাঙ্গদা-গর্ভে,

জন্মিয়াছে এক জারজ সন্তান ।

হুন । সব বুঝি—কিন্তু বল সখা কিবা কর্তব্য এখন ?

। এতক্ষণ শুধু তাই চিন্তা করিতেছি ।

জেনেশুনে সন্তানের গায়

কেমনে করিবে তুমি অস্ত্রের আঘাত !

শত অপরাধে অপরাধী হ'লেও সন্তান,  
তার রক্ত নিয়ে খেলা—কোন পিতা পারে কি কখনো ?  
অর্জুন । হে কেশব ! সহস্র বিপদ আসিয়াছে জীবনে আমার—  
কিন্তু এহেন বিপদে পড়ি নাহি কভু ।  
বিপদে উদ্ধারকারী তুমি নারায়ণ—  
কোন মতে এ সঙ্কটে করহ উদ্ধার ।  
শ্রীকৃষ্ণ । স্বইচ্ছায় বক্রবাহ অশ্ব নাহি দিবে ।  
তোমার সন্তান—উচ্চশির তার,  
কিছুতেই নত করিবে না ।  
চল মোরা দুইজন যাই সঙ্গোপনে—চিত্রাঙ্গদা-পাশে,  
যুক্তি ক'রে দেখি—বিনা যুদ্ধে যাহে অশ্ব ফিরে পাই ।

( বৃষকেতুর প্রবেশ )

বৃষকেতু । হে পিতৃব্য—শোন স্নেহসংবাদ,  
বক্রবাহ উপস্থিত শিবির-দুয়ারে যজ্ঞঅশ্ব সহ ;  
মাগিতেছে দর্শন তোমার ।

অর্জুন । আসিয়াছে বক্রবাহ !  
যাও বৃষকেতু—শীঘ্র তারে নিয়ে এস হেথা ।

[ বৃষকেতুর প্রস্থান ]

হে কেশব ! পুত্র মোর এসেছে দুয়ারে—  
ধৈর্য্য নাহি মানে অন্তর আমার ;  
যাই—আমি নিজের গিয়ে নিয়ে আসি তারে ।  
শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াও অর্জুন ।

কারে তুমি পুত্র কহ ?  
অক্ষত্রিয়—উদ্ধত যুবক—দর্পভরে যজ্ঞ অশ্ব ধরি.  
প্রাণভয়ে আসিয়াছে দিতে ফিরাইয়া ;



তারে তুমি পুত্র বলি চাহ আলিঙ্গন করিবারে !  
 ক্ষত্রিয় নন্দন—কখনো কি করে হেন হীন আচরণ ?  
 ক্ষত্রিয়ের গর্বোন্নত মহাউচ্চশির—  
 পরের চরণতলে,  
 যেবা পারে নির্বিচারে নত করিবারে—  
 ক্ষত্রিয়-গৌরব তুমি,  
 তার সনে তোমার সম্বন্ধ কভু না সম্ভব ।

অর্জুন । হে কেশব !  
 অবোধ বালক, আগে পারে নাই বুঝিবারে  
 করিয়াছে কতবড় গুরু অপরাধ ।  
 পরে শুনি সব কথা বুঝিয়াছে অত্যাশ তাহার,  
 তাই আসিয়াছে ছুটি মোর কাছে চাহিতে মার্জ্জনা ।  
 নারায়ণ—পিতার হৃদয়ে যদি নাহি বহে  
 মার্জ্জনার পুতপুত্র মন্দাকিনী ধারা—  
 পিতা যদি সন্তানের সব অপরাধ  
 হাসিমুখে না করে মার্জ্জনা, নিমিষে যে সৃষ্টি লোপ হবে !  
 দানব মানবে নাহি রবে কোন ভেদাভেদ ।

শ্রীকৃষ্ণ । হে ফাল্গুনী ! ত্যায়ের বিচারে—ধর্ম্মের বিচারে  
 পিতাপুত্রে নাহি ভেদাভেদ ।  
 বিচার আসনে বসি—পিতাপুত্রে ভেদাভেদ নহেক উচিত ।  
 পাণ্ডবের প্রতিনিধি তুমি—  
 পাণ্ডবের যশ মান থ্যাতি,  
 সবি তব 'পরে করিছে নির্ভর ।  
 বক্রবাহ করিয়াছে সাত্যকিরে মহা অপমান ।  
 সেই অপমান শুধু কি তাহার ?

অশ্ব-ভাল হ'তে ছিঁড়ি লয়ে সেই পুত লিখনে—

পদাঘাত করিয়াছে সেই নরাদম ।

পাণ্ডবের যশোশিরে পদাঘাত করেছে যে জন—

তারে তুমি নির্বিচারে চাহ—তুলে নিতে বুকের মাঝারে ?

অর্জুন । হে কেশব ! আমি যে তাহার পিতা—

এই বক্ষ ছাড়া কোথায় রাখিব তারে ?

শ্রীকৃষ্ণ । না—না পার্থ—তা হয় না কখনো ।

চুষ্ট ব্রণসম কুসন্তানে করহ বিনাশ,

বংশের গৌরব তুমি বাখহ অটুট ।

অর্জুন । হে মাধব ! তোমার আদেশে মহাকাল সম—

লক্ষ লক্ষ রমণীকে স্বামীহীন পুত্রহীন করিয়াছি আমি ;

শয়নে-স্বপনে নিদ্রা-জাগরণ,

তাহাদের আর্দ্রশর গুনি অনিবার ।

তোমার আদেশে—ধর্মপ্রাণ ভীষ্মদেবে

নিজ হস্তে বধিয়াছি কপট সমরে ;

পুত্রশোকাতুর গুরু নিরস্ত্র দ্রোণেরে হত্যা করিয়াছি ।

জগতের শ্রেষ্ঠ দাতা

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রথহীন কর্ণ মহাবীরে

তোমারি আদেশে করেছি নিধন ।

সর্বঘৃণ্য পৈশাচিক যত কিছু কাজ—

সবি আমি করিয়াছি—তোমারি ইচ্ছায় ;

এইবার নারায়ণ মুক্তি দাও—

ঘাতকের কার্য হ'তে মুক্তি দাও মোরে ।

শ্রীকৃষ্ণ । হে অর্জুন ! কেবা পিতা—কেবা ভ্রাতা—কেবা গুরুদেব !

নশ্বর জগতে সবি মোহের ছলনা—জান না কি তুমি ?

দুর্বল হৃদয় লয়ে—

মহাকার্যে—দেবকার্যে কেন আসিয়াছ ?

অৰ্জুন । ভুল—ভুল নারায়ণ—মহাভুল করিয়াছি আমি ।

আগে আমি পারিনি বুঝিতে—

দেবকার্যে—মহাকার্যে প্রয়োজন ঘাতকের নির্মম অন্তর ।

এতদিনে এতক্ষণে বুঝিয়াছি আমি,

তাই মোর অন্তরাত্মা বক্ষের দুয়ারে আসি,

উচ্চৈঃস্বরে মাগিতেছে মুক্তির নিঃশ্বাস ।

শ্রীকৃষ্ণ । মুক্তির নিঃশ্বাস ! দুর্বল হৃদয় পার্থ—

কেন তুমি ধর্মরাজ পাশে প্রাণ-বিনিময়ে

যজ্ঞঅশ্ব রক্ষিবারে করেছিলে পণ ?

অৰ্জুন । কহিয়াছি দেব—মহাভুল করিয়াছি আমি ।

কহ—কোন প্রায়শ্চিত্ত কবিতো হইবে ?

নিজহস্তে স্বংপিণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিলে,

হয় যদি যোগ্য দণ্ড তার,

কহ নারায়ণ—এই দণ্ডে তোমারি সম্মুখে

বক্ষ মোর চূর্ণ ক'রে ফেলি ।

শ্রীকৃষ্ণ । তবে অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ পণ্ড হ'রে যাবে ?

অৰ্জুন । অগ্নি কারো 'পরে কর দেব দায়িত্ব অর্পণ ।

শ্রীকৃষ্ণ । অন্য কেহ হ'তে এই মহাকার্য্য হইলে সম্ভব,

নাহি করিতাম এত অনুরোধ তোমা ;

ধনঞ্জয়—এখনো ভাবিয়া দেখ,

মিথ্যা মোহে ভুলি—অকলঙ্ক বংশের সম্মান,

অতল সাগর জলে দিও না ভাসারে ।

অৰ্জুন । যশ মান খ্যাতি বংশের সম্মান,

## তৃতীয় অঙ্ক

সব যাক ধরস হ'য়ে—

তবু পুত্রহত্যা আমি করিতে নারিব।

শ্রীকৃষ্ণ । হে পার্থ ! ভেবেছিল এ জীবনে কহিব না সে গুপ্ত কাহিনী

কিন্তু দেখিতেছি—না কহিলে নাহিক উপায়।

তুমি জান সখা,

আশ্বিন-স্বজন—নিজ ভ্রাতা বলরাম হ'তে

ভালবালি—স্নেহ করি তোমা ;

সুভদ্রা হরণ কালে পাইয়াছ তার পরিচয়।

বন্ধ তুমি—ভ্রাতা তুমি—তুমি মোর আত্মার অধিক।

মিথ্যা মোহে হও যদি বিপথে চালিত,

আমি বন্ধ তব, সহিতে কি পারি ?

জানি অতি বাধা পাবে অন্তরে তোমাব,

তবু বাধা হ'য়ে কহিতেছি সেই গোপন কাহিনী।

শোন ধনঞ্জয়—বক্রবাহ নহে সন্তান গোমার।

অর্জুন । এ কি কথা কহ অনাদিন ?

চিত্রাঙ্গদা-গর্ভে জন্মিগাছে বক্রবাহ—তবে—

শ্রীকৃষ্ণ । হ্যা—অতি সত্য কথা।

কিন্তু শুনিয়াছি—চিত্রাঙ্গদা—নহে সাধবীসতী।

অর্জুন । নানায়ণ—নাবায়ণ—শুক হও—শুক হও।

নেষ্ট্র ব খাতক সম

চান্দ না ত্রি শেল বক্ষেতে আমার।

সত্য যদি হয়—তবু একবার মিথ্যা ক'রে বল,

যাহা কিছু শুনিয়াছ সব মিথ্যা কথা

শ্রীকৃষ্ণ । হে অর্জুন। শাস্ত্রধিরা নাহ একবাক্য

নবশ্রেষ্ঠ বাম বশুমতি

## দাঁড়ানো সান্নিধ্য

লোক অপবাদ হেতু,  
 আপনার ক্ষুণ্ণ করি উৎপাটন—  
 পুণ্যলোক গর্তবতী হেথী জানকীরে  
 দিয়াছিল বিলম্বিত দূর বনবাসে ।  
 লোক অপবাদ লখা নহে উপেক্ষার ।  
 জেনে শুনে পাণ্ডু-বংশের গরিমা—  
 অকলঙ্ক চন্দ্র সম পবিত্র নির্মল,  
 তারে আমি নাহি দিব লুপ্ত করিবারে ।  
 ভেবেছিহু সে নিলজ্জ আলিবে না হেথা ;  
 কিস্তি এবে দেখি সব বিপরীত ।  
 অশ্রু দিও চায়—লও ফিরাহরা,  
 কিন্তু যদি সে ঘৃণা আরম্ভ—  
 পুত্রদের দাবা করে তোমার নিকট,  
 পদাঘাতে দাও মৃত্যু ক'রে ।  
 অহঁ আসে বক্রবাহ,  
 অশ্রুর ঢললতা দূর ক'বে দাও ;  
 কঠোর পুরুষ তুমি— হও দৃঢ় নিয়তির মত ।  
 উপদেশমত কার্য্য কর তুমি ;  
 নহে স্থির জেনো—  
 অর্জুনের লখা কৃষ্ণ কড় না রহিবে ।

[ শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান

অর্জুন লংকাহীনের মত বলিয়া পড়িল—ইরা ও বক্রবাহন প্রবেশ করিল)

রা। ওহ হের জনক তোমার—

ভুবনবিজয়ী পার্থ গাণ্ডী অর্জুন !

বাও—লজ্জা কি তোমার !

স্তম্ভিত—

পিতার বকেতে

সন্তানের তবে ক্ষমা চির পূৰ্ণকৃত ।

চরণে কবিরী নতি কর বুঝাইয়া—

করিয়াছ অপরাধ না জানিয়া তুমি ।

অথ আপলাপ্ত তব করিয়া সাক্ষীনা,

মহানন্দে বকে তুলে লইবে তোমারে ।

বক্র । ঈরা—পিতা তো আমাবে কই করে না আহ্বান ।

ঈরা । ভাবী বোকা তুমি ;

কেমনে জানিবে পার্থ, তুমি সন্তান তাঁহার ?

যাও—বাঁশ তাঁর পদতলে দাও পরিচয়,

তবে তো সে আপন সন্তান জানি বৃকে তুলে নেবে ।

বক্র । একবার চাহ দেখ নমন মেলিয়া,

চরণের প্রান্তে তব উপস্থিত দাঁশ ।

অৰ্জুন । না বারণ—নারায়ণ—শক্তি দাও—শক্তি দাঁও বকেতে আঁকি ।  
( বক্র প্রতি ) কে তুমি ? কি চাহ এখানে ?

বক্র । আমি দেব বক্রবাহ—

আসিয়াছি পূজিবারে চরণ তোমার ।

অৰ্জুন । এত ভক্তি কোথায় লুকায়ে ছিল,

বক্র-অথ ববে তুমি করিলে বন্ধন ?

বক্র । আগে দেব পারি নি জানিতে—তব সত্য পরিচয়,

তাই না জানিয়া অপরাধ করেছি চরণে ।

অৰ্জুন । এবে ব্যাধি প্রাণভয়ে 'ভীত হ'য়ে

অথ নিরে এসেছ এখানে ?

বক্র । দেব—অগ্নিগে মরণ হবে জানি মুনিশ্বর ;

## স্বার্থ সাধন

বোকা আমি—অস্বভ্য মোর কাছে হুই-ই পলাই।  
 মরে দেব—প্রাণতরে তীর্থ হ'য়ে আমি নাই হেথা,  
 আজন্মের লাধ হেরিতে চরণ তব—  
 আনিরাছি মিটাইতে সেই চির আশা।

ছুন। এত প্রকারণা তরা—এত হলমাথা কথা—  
 কোথায় শিখেছ তুমি গন্ধর্ব সুখ ?  
 না বুঝিয়া—করিওনা অবিচার অধর্মের পরে।  
 শোন দেব—তীর্থ পৰ্য্যটন কালে,  
 গন্ধর্ব ছুঁহিতা দেবী চিত্রাঙ্গদা সনে  
 হ'য়েছিল বিবাহ তোমার।  
 তাঁরি গর্ভে তোমাব ঔরসে জনম আমার।

ছুন। এতক্ষণে বুঝিলাম কেন এসেছিল,  
 এতক্ষণে বুঝিরাছি—কিবা অভিপ্রায় !  
 লজ্জাহীন অধম বর্কব—  
 কারে তুই কহিল জনক—কেবা তোর পিতা ?  
 ক্রুদ্ধ নাহি হও দেব—

ক। ক্রুদ্ধ নাহি হও দেব—  
 অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমা কর তুমি।  
 শুনিরাছি—পিতৃভ্রম বিধাতার শুভ্র আশীর্বাদ,  
 জনকের পছন্দায়া শ্রেষ্ঠ তীর্থভূমি,  
 তাই আজন্মের লাধ লয়ে এসেছি ছুরারে।  
 তোমার চরণ ছুঁয়ে কহি সত্য কথা—  
 তুমি দেব চিরপুণ্য জনক আমার।

ছুন। আমি শুনিরাছি তোর জন্মকথা।  
 রে নিলজ্জ—হেন স্পর্ধা তোর—  
 পিতা ব'লে সম্ভাবিতে চাহিল আমাবে।

জীবন এই কালকুব্জ—পুষ্টিহীন অথবা—  
 জনমে তব পেরে কহিকেহে সন্তান আবার।  
 আবার সন্তান হ'লে—অনার্যানে প্রাণ ত্যাগিত সময়ে,  
 অথ গবে কিছু আশ্রিত নী হেথা।  
 সুখিলার সময় নিকট তব—  
 তাই সন্তানের প্রকা-অর্থ্য পরে  
 স্নেহেহে কর সর্বাধাত।  
 উত্তম—কালি প্রাতে সময়ের লাব তব  
 মিটাইবে মণিপুর-রাজা।  
 বক্র—বক্র—উঠে এল—  
 একদণ্ড থাকিতে দিব না এই নবকের বাধে।  
 এই পিতা—এই পিতৃমেহ—এই তরে মানব ভিক্ষুক  
 কেমনে কহিল মাতা—  
 পিতার চরণতল বানধের পুত স্বর্গধাম।  
 না—না—আমি না না এখান হ'তে।  
 মাতার আদেশ—  
 যত কিছু অধিচার—যত অত্যাচার হোক আমার উপরে,  
 তবুও পূজিব আমি পিতার চরণ।  
 পিতা—পিতা—পূজিতে চরণ তব স্বযোগ পাইনি কভু,  
 একবার—তবু একবার—  
 জীবনের নাথ মোর পুরাইতে দাঁত।

( পদধারণ )

কর—কর তুমি পদাধাত  
 তবু আমি ছাড়িব না চরণ তোমার।



## তৃতীয় অঙ্ক

ইরা ।

সাবধান! ধমকায়—

আন—কারে তুমি কহিতেছ হেন হীন বাণী ?

অর্জুন ।

আনিতে কি পারি—কেবা তুমি বাণী ?

ইরা ।

হে অর্জুন—এসেছিহু দ্বিতে মোর আত্মপরিচয়,  
এসেছিহু আলীকর্ষাদ কাগিয়া লইতে ।

কিন্তু হেন কটু বাণী শুনিয়া তোমার মুখে—

লজ্জার ঘুণায় লকল অন্তর মোর উঠিছে কাঁপিয়া !

হইতেছে মনে—

এত বড় মহা ভুল কেন আমি করিহু জীবনে ।

কেন আনিতে আনিতে

পথিমধ্যে বজ্রাঘাতে মৃত্যু নাহি হ'ল !

অর্জুন ।

শুনিতে কি পারি—কেন ক্রুদ্ধ হ'লে আমার উপরে ?

কিবা অপরাধ করিয়াছি তোমাব নিকট ?

ইরা ।

মদগবর্কী ক্ষত্রিয় অধম—

কিবা অপরাধ তব নাহি আন তুমি ?

ভেবেছ কি মনে—

আকাশে দেবতা সব রয়েছে নিদ্রিত,

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা লুপ্ত হ'য়ে গেছে !

এত বড় মহাপাপী—মহা কুরাচার—

সন্তানের অগ্নি নিয়ে ব্যাক কর তুমি !

অর্জুন ।

কারে তুমি কহিতেছ সন্তান আমার ?

সুভদ্রা-নন্দন অভিষেক্য আছিল সন্তান মোর ;

দ্রোণ দ্রোণী কর্ণ আদি সপ্তরথী সনে,

সিংহশিশুসম করিয়া সমর

স্বর্গধামে চলে গেছে কুরুক্ষেত্র রণে ।

ছাড়্—ছাড়্—হেড়ে দে চরণ।

কুলটার পুত্র—জারজ—

মা—মাগো—

জারজ—জারজ !

রে অর্জুন—কারে তুমি কহিছ জারজ !

কুলীর নন্দন কহে জারজ যপরে !

বক্র—বক্র মাতৃনিষ্ঠাকানী বর্ষরের পঙ্কতলে

এখনো বহেছে। পড়ি ?

ওঠ—বুড় ফেল নরনের জল—

অগ্নিবৃষ্টি করি বউ নন্দন তটতে

ভস্ম কর—ধ্বংস কর এই নরাধম ।

সত্য—সত্য ঠেরা—কেবা পিতা—

পিতৃভক্তি দেখাব কাহারে ।

দেবীকৃপা জননীয়ে যে কহে কুলটা—

হলেও সে নিজে ভগবান—

আমার নিকট কতু ক্ষমা নাহি তার ।

শোন—শোন তুমি ভুবনবিজয়ী বীর পার্থ ধনুর্ধর—

জননীয়ে কলঙ্কিনী কহিয়াছে যেই জিহ্বা তব—

কালি রণে সেই জিহ্বা নখাগ্রে উপাড়ি

পঙ্কতলে নিষ্পেষিত করিব নিশ্চয় ।

নাহি যদি পারি—বুঝিব জারজ আমি,

সত্য নহে চিত্রাঙ্গদা জননী আমার ।

[ বক্রবাহন ও ঠেরা প্রস্থান ]

## পাৰ্থ সাবধি

( বাসন্তিকার প্রবেশ )

বাসন্তিকা । সখি । গাঢ়িঃ মঙ্গল গীতি শ্রবণাবীগণ  
চারিদিকে শ্রমঙ্গল শব্দের নিনাদ ।  
কেন এই আনন্দ টংসব ?

১ম সখী । কিছুই শোননি তুমি ?

বাসন্তিকা । না—

১ম সখী । ধনঞ্জয় রাজপুরে আসিবেন আজি,  
জাঁরি লহুর্ছনা হেতু এটি আয়োজন ।

বাসন্তিকা । ধনঞ্জয় আসিবেন হুগা ?  
কেন সখি ?

১ম সখী । কিছুর তুমি রাখনা সংবাদ ?  
পাৰ্থ যে বক্রর পিতা ।

বাসন্তিকা । সত্য—সত্য সখি ?

১ম সখী । ইঁা সখি সত্য ।

বক্র গেছে পাণ্ডব-শিবিরে  
সাধ কবি আনিতে অর্জুনে ।

আচ্ছা সখি—কোন দিন তুমি দেখেছ অর্জুনে ?

বাসন্তিকা । না ।

১ম সখী । সখি—বল দেখি কেমন দেখিতে সে ?

বাসন্তিকা । কেমন বলিবে ?

১ম সখী । অনুমান

বাসন্তিকা । ইঁা—অনুমান ছাড়া অত কোন পথ নাই ;  
যেহ অনুমানে,  
পাৰ্থবীর দেখিতে কুরূপ — আব খুব কালো ।

১ম সখী । কখনও নহে ।

শুধু কালো মনঃ আঁধার সুনিশ্চিত,  
নহে কেমনে হইল তার মন এত কালো !

২য় লম্বী । কেমনে হুঁকিলে তুমি ?

শালস্তিকা । কালো মন না হইলে,  
কেমনে হইল এমন হৃদয়হীন ;  
দেবীলম্ব পত্নী ছাড়ি  
এত দীর্ঘকাল যে পারে থাকিতে,  
বন্ধুর মতন এমন পুত্রের তরে  
মন ঘর কর না চঞ্চল—  
সুনিশ্চিত কালো তার মন ।

১ম লম্বী । আচ্ছা তারপর,—

শালস্তিকা । আব অমানক মোটা,  
সেইজন্ত মোটা বুদ্ধি ভাব,  
তাই চিরদিন যুদ্ধ করে জীবন কাটালো ।  
ইরা কোথা ?

১ম লম্বী । ইরাও গিয়াছে সাথে ।

শালস্তিকা । এক দণ্ড না দেখিলে প্রাণ যায় যায়,  
তাই লাখে লাখে গেছে পাণ্ডব-শিবিরে ।  
ওরে বাবা—এত শ্রেণ বদি বিবাহের আগে—  
তবে শাকি আনি—  
বিবাহের পবে কি করিবে সে ?

১ম লম্বী । বহুকণ তাবা গিয়াছে সেখানে,

কেমন তারা আশিছে না ফিরে ।

আচ্ছা লম্বী—বদি ঘটে পক্ষে কোন অমঙ্গল ?

শালস্তিকা । লস্তান গিয়াছে তাব পিতার নিকট.

সেখানেও ঘটে যদি অঙ্গল —  
 তবে পৃথিবীর কাপাও না বহিবে মঙ্গল ।  
 ১ম সখী । পাণ্ডব পক্ষেব সবলে তো নহেক সমান ;  
 পার্থ ছাড়া অন্ম কেহ  
 কটু কথা কহিতে পাবে তো ?  
 ১১ সন্তিকা । তাই বুঝি ইবা গেছে দেহরক্ষী হ'য়ে ।  
 এতক্ষণে বুঝিলাম  
 বোকা কিনা—  
 তাই সব কথা তাড়াতাড়ি পাবি না বুঝি হে ।  
 সখি দিও পরামর্শ ইরাবে তোমার —

## গীত

অঞ্চলে ঢাকি আরে  
 যেন রাখি গোপনে  
 চোখেব আড়াল হ'লে  
 প্রাণ যদি যায় চলে  
 বেঁধে যেন রাখে তাবে  
 বাহু-বান্দনে ।  
 বসে মুখোমুখী—যেন চকাচকি,  
 আবেশে বুকো পবে—মাথাটি বাপি,  
 আগিয়া আগিয়া যেন  
 দেপে স্বপনে ।  
 ১২ সখী । রেখে দাও দুটু'মি তোমার,  
 চল যাই উৎসব প্রাক্কনে ।

[ বাসন্তিকা ও অং

## চতুর্থ অঙ্ক

( চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ )

তাই দিন শেষ হ'য়ে আসে ।

লজ্জানত্র আরক্ত বদনে—

অস্ত্রাচলে পশিছেন দেব দিনকর ।

এমি এক গোবুলি-সন্ধ্যায়

মনেব গ্রেষণ হারে দেবতা আমাব—

আচম্বিতে দিরাছিলে মৃত্ত করাঘাত ।

কত দিন—কত বর্ষ—কত যুগ-যুগান্তর গিয়াছে

সন্ধ্যার আঁধার মাঝে তবু প্রতিদিন

শুনি ঘন তোমাব পায়ের ধ্বনি—

অতি মৃত্ত—ভাষাহীন—তবু কত অর্থভরা ।

ওগো নিষ্ঠুর দেবতা—

তোমাব নিশ্চয় কণ্ঠে বগে দিয়ে যাও

এতদিন ধরি সব স্বপ্ন দেখিয়াছি—

সব স্বপ্ন মোর ।

( বাসন্তিকার প্রবেশ )

মা—মা বক্র এসেছে ফিবিয়া,

এইমাত্র দেখিলাম রথ হতে নামিতে তাহারে ।

আব কে কে সঙ্গে আছে তার ?

বহু লোক সাপে আছে ।

আমি শুধু তাবে দেখি এসেছি চলিয়া ।

বাসন্তিকা—লক্ষ্মী মা আমার—

পুরনারীগণে কহ দিতে উল্খনি,

করিবাবে ঘন ঘন শুভ সন্ধানদ ।

অনিশ্চয় ধনজয় এসেছেন সাণে।

হে প্রিয় আমার—হে মোর দেবতা—

এতদিন পরে তুমি এসেছ ফিরিয়া!

এতদিনে পূজা মোর করিলে সার্থক!

ওগো প্রিয়—ওগো প্রিয়তম—

দূর হতে লও দেব প্রণাম আমার।

( অৰ্জুনকে স্মরণ করিয়া প্রণাম করিল—সেই বৃহর্ষে বক্রবাহন ঙ্গ  
প্রবেশ করিয়া তাঁহার কোলে আছড়াইয়া পড়িল, লজ্জা ইয়া )

বক্র। মা—মা গো—

চিহ্ন। ওরে মোর অজিমানী অশান্ত সন্তান—

কি হয়েছে বাছা?

বক্র। মাতা!—সত্য কহ—আমি কি আরজ?

চিহ্ন। বক্র—জানিল কি তুই—

কিবা অর্থ ও রূপ্য বাক্যের?

বক্র। জানি মাতা—সব জানি আমি।

জানি পুত্র হ'য়ে জন্মবাতী দেবী জননীরে

ও কণা অজ্ঞান পাপ—মহাপাপ;

কিন্তু মাতা—অন্তরের মাঝে

জলিতেছে দাঁউ দাঁউ নরকায় শিখা—

পাপপুণ্য ধর্মাবধর্ম সব পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে।

চিহ্ন। বক্র—বক্র—উন্মাদ কি হ'য়েছিল তুই?

বক্র। মাগো, উন্মাদনা ভাল ছিল মোর!

নাহি জানি কোন্ মহাপাপে জ্ঞানবুদ্ধি হয় নাই লোপ?

মাতা—মাতা—মুখপানে চাও একবার,

দুঃখ দেখি—সত্য প্রকৃতিস্থ আমি, কিন্না হ'য়েছি উন্মাদ!

## চতুর্থ অঙ্ক

সত্য আমি মনিপুরে মাতা মনে কহিতেছি কথা—

কিবা প্রেতলোক হ'তে প্রেতের আকার ধরি,

প্রেতের কল্পনা লবে এলেকি কিরিয়া ।

চিহ্না । ওবে কেন এত বিচঞ্চল তুই—

কেবা তোরে কি বলোছে বল ?

বক্র । মাগো—জেনে শুনে অপমান হ'তে

কেন তুমি পাঠাইলে পাণ্ডব-লিবিবে ?

সন্তান বলিয়া এতটুকু ধরা হ'ল না তোমাব ?

চিহ্না । পাণ্ডব লিবিবে—পার্থের সম্মুখে—

কার হেন স্পর্ধা হ'ল—লাঞ্ছনা করিতে তোরে ?

স্বচ্ছার মৃত্যুরে কেবা কবিল আহ্বান ?

ইরা । নিজে ধনঞ্জয় করেছে লাঞ্ছনা ।

কি সে অপমান—

মাতা তুমি, উচ্চারিতে নাহি পারি সম্মুখে তোমার ।

চিহ্না । সত্য—সত্য নিজে ধনঞ্জয় করেছে লাঞ্ছনা ?

বক্র । শুধু যদি করিত সে আমার লাঞ্ছনা,

কোন ক্ষোভ ছিল না আমার ;

তোমারেও অপমান কবিয়াছে মাতা ।

চিহ্না । ওরে ও অবোধ—

তঁার কাছে মান অপমান কিছু নাহি মোব ।

তঁারি মানে মোর মান,

তঁারি অপমানে অপমান মোর ।

যদি তিনি ক'রে থাকে মোর অপমান—

তবে তিনি অপমান ক'রেছে নিজের ।

কি ক'বেছে তুমি পাণ্ডব ?



## পাথ' সারথি

ক। তোমার আদেশে অশ্ব নিয়ে গেলু আমি পাণ্ডব-শিবিরে,  
সাক্যকি লইয়া গেল শিবির ভিতরে—

বেধা অর্জুন আছিল বলি,  
চরণে কন্দিয়া নতি কবজোড়ে কহিলাম তাবে,  
না জানিয়া অশ্ব ধরিয়াছি,  
তার পর কহিলু তাহারে মোর জন্মকথা।  
পিতা বলি যেই আমি ধরিলু চরণ,  
পদাঘাত করিল আমারে।

চিত্রা। সে কি—ধনঞ্জয় পদাঘাত কবিয়াছে তোরে।

বন্দ। মাগো, বার বাব পদাঘাত করিল আমারে।

ক্রোধে লব্ধ অশ্ব মোর উঠিল জলিয়া  
কিন্তু নশ্বনৈব পথে মোর উঠিল ভাসিয়া।  
চিবল্লান যুগথানি তব—

এক দণ্ডে সব ক্রোধ জল হয়ে গেল।  
ভুঞ্জ পদাঘাত, তার তবে কোন ক্ষোভ নাই,  
কিন্তু মাগো অশীবিধ সম কীভাবে  
কহিল জারজ মোবে,

তোমাবে মা কহিল কুলটা।

চিত্রা। ভগবান্—ভগবান্ এখনো কি পরীক্ষার বাকী আছে প্রভু  
এখনো কি চাহ দেখিবান্—কত সয় নানীব পবাণে।

বক্র। কীদ্বিধ না জননী আমার।

অপমান তব শেলসম বিধিয়াছে অস্তরে আমার—  
এর প্রতিশোধ আমি নিজে লইব জননী।

চিত্রা। কার পবে প্রতিশোধ চাস লইবাবে।

যে যে তাব পিতা—

তাব চেখে মহান্ দমত' এ জগতে' কেহ নাহি জোর।

রা ।

দেবতা—দেবতা !

যে দেবতা कहिल মা তোমারে কুলটা,  
হোক সে দেবতা কিম্বা নিজে ভগবান,  
তারে মোরা পারিব না ক্ষমিতে কখনো ।

মুখের কথায় কিবা আসে বায় ;

পার্থ कहিয়াছে আমারে কুলটা

তাহে কিবা ক্ষতি মোর !

সতী কিম্বা নহি সতী আমি

অন্তর্যামী ভগবান জানে ।

ভুবনবিজয়ী পার্থ ক্ষমতার উচ্চাসনে বসি

ভুলে গেছে অতীতের কথা ।

তার দম্ভ—তাব গর্ব—তার আভিজাত্য অভিমান লয়ে,

পাকুক সে আপন আলয়ে ;

মাতা পুত্র মোরা দুইজন,

শাস্তির সম্মুখে ছায়ে

ক্ষুদ্র এই সংসারের মাঝে ছিলাম যেমন—

হিংসাহীন, দমহীন, পরিপূর্ণতার স্মৃতি—

তেমনি থাকিব মোরা ।

রা ।

যত কিছু অপবাদ করুক না কেন,

ভবু পার্থ তোঁর পিতা—সাক্ষাৎ দেবতা তোঁর !

রা ।

কারে তুমি বাব বাব कहিছ দেবতা ?

দেবতা দেখিব বলি গিয়াছিহু পাণ্ডব-শিবিরে,

কিন্তু সেণা দেবতাব পরিবর্তে দানবে দেখিয়া এহু ।

ব্রহ্ম ।

শোন মাতা—কালি প্রাতে

দানব নিধন-বজ্র হইবে আরম্ভ ;

পার্থ হবে সেই যজ্ঞে প্রথম আছতি ।

চিত্রা । চির শাস্ত্র ধীর স্থির সন্তান আমার—  
প্রতিশোধ কভু মেলে কি হিংসার ?  
এ নিশ্চয় কোন দৈব অভিশাপ—  
নহে কেন জ্ঞানবুদ্ধি হাবাইল তৃতীয় পাণ্ডব ।  
শোন পুত্র, রাখ মোর কথা—

বুণা রণে নাই কোন ফল ।  
ইরা । বুণা রণ ! কি কহিছ মাতা ?  
মণিপুরে আসি তোমারে মা কহিবা কুলটা,  
বিনা শাস্তি ফিলে যাবে সেই নবাবধম—  
এও কি সম্ভব কভু !

ত্রিভুবনে অবশ্য রটিবে ,  
লোকে কবে বীরহীন মণিপুর—  
তাই মণিপুর বমণীর সতীন্দ্র লইয়া  
বাস্তব করে শাস্তি কুকুর ।

বক্র । মাতা—কোন মতে পারিবে না বুঝাইতে মোরে ।  
কালি প্রাতে পার্শসনে যুদ্ধ স্থনিশ্চিত ।

চিত্রা । শোন বক্র—  
আমার আদেশে—যুদ্ধে বেতে পারিবে না তুমি ;  
ব্রাজ্ঞা মোর অবশ্য পাণ্ডিতে হবে ।  
আদেশ আমাব যদি করহ লঙ্ঘন—  
বুদ্ধিব নিশ্চয় পুত্রহীনা আমি,  
এতদিন স্তনজ্বে পালিয়াছি কালভুজঙ্গম ।

বক্র । মাতা—তব নামে করেছি শপথ  
পদ ভঙ্গ কভু না করিব ।  
কালি প্রাতে আমি কিম্বা পার্থ

ভজনার একজন ধরা হ'তে লইবে বিদায় ।  
 পুত্র কিম্বা স্বামী কারে চাহ তুমি ?  
 চাহ যদি আমার মঙ্গল—  
 হাসিমুখে আশীর্বাদ কবির। আমারে পাঠাও সমরে,  
 তুচ্ছ পার্থ কি করিবে মোর—  
 নিজে যম ডরে যাবে পলাইরা !  
 আর যদি, স্বামীর মরণভয়ে আশীর্বাদে তও মা কাতর—  
 কানি প্রাতে পুত্রের মরণোৎসবে নিমন্ত্ৰণ রহিল জননী ।

[ বক্রবাহনের দ্রুত প্রস্থান ]

চিত্রাঙ্গদা । বক্র—বক্র—

[ চিত্রাঙ্গদা ও ইবার প্রস্থান ]

( শ্রীকৃষ্ণ ও চিত্রবধেব প্রবেশ )

শ্রীকৃষ্ণ । বহুদিন হ'তে জানি আমি  
 পার্থ অতি নীচ—অতি কুটিল হৃদয় ।  
 সে কালগে বক্রবাহে করেছিল মানুষ্য;  
 অশ্ব লগ্নে বাইতে সেখানে ।  
 অশ্ব ফিরাইরা দিতে,  
 যদি ছিল তোমাদেব এতই আগ্রহ—  
 কেন অত্ৰ কোন সৈনিকের সনে  
 অশ্ব নাহি দিলে ফিরাইরা ।

চিত্রবধ । হে ব্রাহ্মণ—আগে আমি পারিনি বুঝিতে ;  
 মহাত্মম কবির।ছি এ বৃদ্ধ বয়সে ।

শ্রীকৃষ্ণ । পাণ্ডবেব বীতিনীতি শোন নাই তুমি ?  
 অতি তুচ্ছ ভূখণ্ডেব লাগি—  
 আত্মীয়স্বজন ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্র গুরুদেব

নিজ পিতামহ—মনেও পড়ে না মোর—

আরো আরো কতজনে সংহারিল কুরুক্ষেত্র রণে।

হায়বে জগৎ—হায় বাজসিংহাসন—

তুচ্ছ রাজত্বের মোহ এতই প্রবল—

আত্মপরে সব হয় একাকার !

আচ্ছা—সত্যি কি ধনজয় করেছে কুলটা চিত্রাঙ্গদা মায়ে ?

চিত্ররথ । হ্যাঁ—ধনজয় নিজে কহিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ । কেন তুমি নিজে যাও নাই পাণ্ডব-শিবিরে ?

নিজ কানে যদি শুনিতে একথা,

যোগদণ্ড নাহি দিয়া সেই নরাধমে—

হাসিমুখে পারিতে কি চলিয়া আসিতে ?

চিত্ররথ । বুঝা লজ্জা দিও না ব্রাহ্মণ।

পরের শিবিরে কি করিতে পারিতাম আমি ?

শ্রীকৃষ্ণ । পরের শিবির ! কি হয়েছে তাহে ?

তুমি যদি কহ কুলটা আমার কথা—

তোমার প্রাসাদ বলি—প্রাণের মমতা করি,

তোমারে না দিয়া দণ্ড হাসিমুখে বাইব চলিয়া ?

বুঝিয়াছি—চিত্রাঙ্গদা নহে তো নন্দিনী তব—

জ্যেষ্ঠের তনয়া সে যে,

তাই কোন ব্যথা বাজে নাই অন্তরে তোমার।

চিত্ররথ । হে ব্রাহ্মণ—নাহি জান কত স্নেহ করি তারে,

তাই হেন অভিযোগ করিলে আমারে !

পুত্রকথা কেহ নাহি মোব—

অস্তরের পুঞ্জীভূত সবটুকু স্নেহ

তারি শিরে এতদিন ঢালিয়াছি আমি,

শুধু তারি তরে, এ রাজ্যের গুরুভার বহিতেছি শিরে ।

জানিও নিশ্চিত—তার অপমানকারী

কালি প্রাতে রণস্থলে যোগা দণ্ড পাবে ।

তব যোগ্য কথা কহিয়াছ গুরুঈশ্বরপ্রধান ।

কালি রণে যে ভাবেতে হোক—

পার্শ্বে বধ করিতে হইবে ।

কিন্তু বৃদ্ধ তুমি পারিবে কি যুদ্ধিতে গাণ্ডীবী সনে ?

মণিপুরে বক্রবাহ ছাড়া

অন্য কেহ নহে সমকক্ষ তার !

কিন্তু বক্রবাহ করিবে কি রণ পার্শ্বের সহিত ?

সিংহশিশু বক্রবাহ জানিও ব্রাহ্মণ ।

তার জননীর নামে ক'রেছে শপথ,

পার্শ্বে বধ করিবে সে কালিকার বণে ।

চিত্রাঙ্গদা নারী—স্বভাবতঃ কোমল হৃদয়া,

স্বামীসহ রণে পুণ্ড্র কত নাহি দিবে অন্তমতি ।

চিত্রাঙ্গদা যেন কোন মতে বক্রবাহে ভেটিতে না পারে ,

কালি সকাল পর্য্যন্ত সাথে সাথে রাগিও বক্ররে ।

সত্য কহিয়াছ ।

হ্যা—এক কথা—অৰ্জুনের ভাল জানি আমি ।

বিপদ আসন্ন দেখি—

কোন ছলে বাজপুরে হয়তো আসিতে পাবে ।

আজ রাত্রে প্রাসাদ দ্বারের থেকেও তুমি থুব সাবধানে ।

কোনমতে চিত্রাঙ্গদা কিম্বা বক্রবাহ সনে

সাক্ষাতের যেন না পার সন্মিলন ।

ওই আসে চিত্রাঙ্গদা—চলিলাম আমি ।

( চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ )

চিত্রাঙ্গদা । হে পিতৃবা—পাণ্ডবের সনে চাহ নাহি করিতে সমন ?

মণিপুর হবে পাণ্ডববিরোধী—এও কি সম্ভব !

চিত্ররথ । কেন মাতা নহেক সম্ভব ?

চিত্রাঙ্গদা । জ্ঞানবৃদ্ধ তুমি দেব গন্ধর্ব-গৌরব—

তুমি কি বোঝ ন' কেন নহেক সম্ভব !

চিত্ররথ । না।

চিত্রাঙ্গদা । সব কথা গুনিমাছি বক্রন নিকট ;

কিস্ত তবু পুত্র হ'য়ে পিতাব বিরুদ্ধে অস্ত্র কবিরে ধাবণ !

কত চেষ্টা করিলাম বুঝাইতে তাবে,

কোন মতে বুঝিল না অবোধ সন্তান ।

তুমি বুঝাইয়া কহ তাবে ছেড়ে দিতে রণ-অভিল'ষ

চিত্ররথ । চিত্রাঙ্গদা—অনিবার্য্য এই যুদ্ধ আজি ।

গন্ধর্বের চিরোন্নত শিরে--

কবিয়াছে পদাঘাত গর্জিত ফাল্গুনী ।

উপযুক্ত প্রতিশোধ লইব তাহার ।

চিত্রা । হে পিতৃবা !

কহিয়াছে ধনঞ্জয় কুলটা আমারে—

অপমান করেছে আমায়—সেই হেতু রণ ?

মান অপমান সব সেই দিন শেষ হয়ে গেছে,

ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া যেদিন—

আপনারে সঁপিয়াছি চরণে তাহার ।

তুমি জান দেব—স্বামীপদ একমাত্র ধ্যান জ্ঞান মোর,

তবু স্বামী কহিল কুলটা মোবে ।

বৈচে থাক। এত বিড়ম্বনা—আগে আমি পারিনি বুঝিতে ;

সতীত কুলটা নাম—কত বড় অভিশাপ

একমাত্র জানে সেই সতী।

তবু ধনঙ্কর—চিবাবাদ্য চিবপূজা দেবতা আমায়

হে পিতৃবা—তুমি মোর পিতার অধিক,

ব্যথার উপর ব্যথা—দিও না আমাবে।

চিত্রবথ। চিত্রাঙ্গদা সব জানি—২৮ বুঝিতেছি,

কিন্তু নারীর সম্মান এখানে নহেক অটুট,

সে দেশে প্রকৃষেবে লোকের ন্যায় কঠিনে প্রকম—

কীর বলি ডানিবে সকলে।

চিত্রা। আমি ছাড়া অত কান বমণায় অপমান পার্থক্যে নাই।

আমি যদি হাসিমুখে সহ্য করি তাহা,

তুমি দেব পার নাকি ক্ষমিতে তাহা?

চিত্রবথ। চিত্রাঙ্গদা—এ স্বামী মহাপ্রাণ নহে কি আমায়?

আমি নিজে পারি গম করিতে তাহা,

কিন্তু রাজপ্রতিনিধি আমি—

সমস্ত গন্ধর্ব জাতি

তাহাদেব মান অপমান এখানে অপবন,

সমর্পণ করিল আমানে বনেছে নিশিচয়,

প্রজাদেব ইচ্ছার বিবন্ধে

কোন কাজ করিতে পারি না আমি।

প্রজাব জননী তুমি—দেবী তুমি তাহাদেব চাও,

যদি তব অপমান অব্যাহত নাহি,

প্রজাগণ ক্ষিপ্ত হবে চাহিতে উত্তর।

বল—কি উত্তর দিব তাহাদেব?

চিত্রা। আমি বুঝিয়া কঠিন তাহাদেব।



চিত্ররথ । চিত্রাঙ্গদা—হয় না—হয় না তাহা ।

চিত্রা । তবে কি বলিতে চাহ,  
স্বামী কিম্বা পুত্রহার। হ'ব কালি বণে ?

চিত্ররথ । কি করিবে—বল সকলি অদৃষ্ট ।

ছিঃ ছিঃ চিত্রাঙ্গদা—এত কাতবতা সাজে না তোমার !

চিত্রা । কাতবতা ! মহাকালী-অংশোদ্ধৃত আমি মহানাদী ;

হ'লে প্রয়োজন—ধরিয়া থপ'ব কবে—

তাঠে তাঠে থই তা ঙ'ব নর্তনে

পৃথিবীতে মহাত্মাস জাগাইতে পাবি,

অঞ্জলি ভরিয়া নববক্ত পাবি পান কবিবাবে ।

কিন্তু তবু, পিতা পুত্রে বণ হইতে দিব না কভু ।

চিত্ররথ । চিত্রাঙ্গদা—জাতিব কল্যাণে—

গন্ধর্বেণ মশামান পাণ্ডিতে অটুট—

অর্জুনেব তপ্ত বক্ত আজি প্রয়োজন ।

মমতা-বন্ধন মারা কিছু নাহি মোব,

স্নেহের দৌর্দলো কভু কবিব না ক্ষমা ।

নারী হয়ে রাজকর্গো নাহি সাধ বাদ ।

চিত্রা । রাজকর্গ্য !

রাজকর্গ্য বুঝি পিতাব বিকক্ষে পুত্রে উত্তেজিত কবা ?

যাক্—বুথা তর্কে নাহি প্রয়োজন,

মিনতি কবিয়া কত কহিন্ত তোমাবে,

তবু যদি নাহি বাথ মোব অনুবোধ—

আমি নিজে রাজমাত্বে কবিব ঘোষণা—

পাণ্ডব বিপক্ষে যেন কেহ অস্ত্র নাহি ধরে ।

যে কবিবে আদেশ লঙ্ঘন—

আমি নিজে বধ করিব তাহারে ;  
বুঝাইব জনে জনে—চিত্রাঙ্গদা নহে তুচ্ছ নারী ।

চিত্রবরুণ । সাবধান চিত্রাঙ্গদা—

জান—কাহার সম্মুখে কহ হেন প্রলাপ বচন ?

চিত্রাঙ্গদা । জানি—রাজ্যের রক্ষক তুমি—পিতৃব্য আমার ।  
কিন্তু তুমিও কি ভুলে গেছ—রাজার জননী আমি ।

চিত্রবরুণ । চিত্রাঙ্গদা—

চিত্রাঙ্গদা । পিতৃব্য—

( শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ )

শ্রীকৃষ্ণ । চিত্রবরুণ—বৃথা রণসজ্জা—বৃথা আরোহণ ।

এত যত্ন—এত চেষ্টা সব পণ্ডশ্রম ।

চিত্রবরুণ । কেন হে ব্রাহ্মণ—কি হ'য়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণ । এইমাত্র আসিতেছি পাণ্ডব-শিবির হতে ।

ভীম পরে যুদ্ধ ভার করিয়া অর্পণ—

অর্জুন পলায়ে গেছে হস্তিনা নগরে ।

চিত্রাঙ্গদা । সত্য—সত্য হে ব্রাহ্মণ ?

শ্রীকৃষ্ণ । মাতা—মিথ্যাকথা ব্রাহ্মণ কহে না কভু ।

চিত্রাঙ্গদা । ভগবান্—ভগবান্—

তুমি আছ—তুমি আছ—তুমি সত্য—

চিত্রাঙ্গদা উর্দ্ধে চাহিয়া করজোড়ে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল শ্রীকৃষ্ণ উসারায়

চিত্রবরুণকে বুঝাইল যে মিথ্যাকথা কহিয়াছে । উভয়ে প্রস্থান করিল ।

( ইরার হাত ধরিয়া বক্রবাহনব প্রবেশ )

বক্র । ওরে—মাতৃপদধূলি অক্ষয় কবচ যার—

দুর্ভেদ বর্ম্মের মত মাতার শুভেচ্ছা

ঘিরিয়া রয়েছে যারে—

চক্রধারী নারায়ণ কি করিবে তার !

জননীর অপমান—

তারি প্রতিশোধ নিতে চলিয়াছি আমি,

ত্রিভুবন হ'লেও বিরোধী

অৰ্জুনের রক্তে লব তার প্রতিশোধ ।

( সেনাপতির প্রবেশ )

সেনাপতি । রাজা !

রাজ্যের সামন্তগণ মাগিতেছে রাজ দরশন ।

বক্র । এত রাত্রে কিবা প্রয়োজন ?

সেনাপতি । বলোঁছিনু বুঝাইয়া,

কালি প্রাতে ভেটিতে তোমারে ;

কিন্তু দেখিলাম তারা বড়ই চঞ্চল ।

বক্র । কারণ জান কি তুমি ?

সেনাপতি । অনুমানি—

পাণ্ডবের সনে যুদ্ধে নাহি মত তাহাদের ।

আসিয়াছে অন্তরোধ করিতে তোমাবে

ছেড়ে দিতে এই রণ অভিলাষ ।

বক্র । সেনাপতি তোমার কি মত ?

সেনাপতি । রাজা ! পিতৃপিতামহ মোর—

এতদিন ধরি—মণিপুর রাজ্যের আদেশ,

নির্ব্বিচারে কবেছে পালন—

ভাল মন্দ না করি বিচার ।

তাহাদের বংশধর আমি—যোদ্ধা আমি,

আপনার মত বলি কিছু নাহি মোর ।

স্থির জেনো—আদেশ পালনে তব,

কভু আমি হবো না বিমুখ ।

বক্র । যাও—নিম্নে এস, এসেছে বাহারা ।

( সেনাপতি সামন্তগণকে লইয়া আসিল )

বজ্রধর । এ কি কথা শুনি মহারাজ !  
পাণ্ডবের সনে নাকি—করিয়াছ যুদ্ধের ঘোষণা ?

বক্র । হ্যাঁ ।

বজ্রধর । কিবা ফল আহ্বানিয়া নিশ্চিত মৃত্যুরে ।  
আমাদের সবাকার মিনতি দ্রুপে—  
ধনঞ্জয়ে যজ্ঞঅশ্ব দাও ফিরাইয়া ।

বক্র । অশ্ব নিয়ে গিয়াছিলু পাণ্ডব-শিবিরে ;  
কিন্তু সেথা হ'তে আসিয়াছি ফিবে  
পদাহত কুকুরের সম ।  
জ্ঞান কি কারণ তার ?

বজ্রধর । না ।

বক্র । তোমাদের রাজমাতা দেবীকৃপা জননীকে,  
করিয়াছে অপমান তৃতীয় পাণ্ডব ;  
কহিয়াছে কুলটা তাহারে ।  
এর পরে চাহ কি আমারে  
ভিখারীর মত দস্তে ভূণ করি  
বাইবারে পাণ্ডব-শিবিরে ?

সর্মন্তর্ক । শক্তিমান দুর্ব্বলেরে করে অপমান,  
আর দুর্ব্বলেরা চিরদিন সহ করে তাহ ।  
ভেবে দেখ—পাণ্ডবেরা মহা শক্তিমান,  
আর—শাস্তিপ্রার্থী মণিপুরবাসী দুর্ব্বল সকলে ।

ইরা । জ্ঞানবৃদ্ধ গন্ধর্ব্ব-প্রধান !

কে বলেছে দুর্বল তোমরা—

কে বলেছে হীনবীৰ্য্য মণিপুরবাসী !

আপনারে দুর্বল ভাবিয়া

নিজেদের অপমান করিছ নিজেরা !

সম্ভ্রান্তক ।

কিন্তু মাতা—

ধনঞ্জয় মহাবীর—মহা ধনুর্ধর,

আর নিজে নারায়ণ সহায় তাহার ।

ইরা ।

ধনঞ্জয় নহে কি মানুষ ?

জন্মেছে কি সবাসাচী অমর হইয়া ?

মণিপু্রে আসি, মণিপুৰ-রমণীব করে অপমান-

হেন স্পর্ধা তার !

বজ্রধর ।

সবি বুঝি ।

কিন্তু বিশ্বজয়ী অৰ্জুনবিপক্ষে,

অস্ত্র ধরিবার—কাহারও নাহিক সাহস ।

বক্র ।

এত যদি ভয় সবাকার—

তোমাদের কাহারেও নাহি প্রয়োজন ;

কালি প্রাতে একা আমি ভেটিব পাণ্ডবে ।

ভেবেছ কি মনে,

হীনবীৰ্য্য তোমাদের করিয়া ভরসা—

পাণ্ডবেরে করিয়াছি রণে আবাহন !

স্বপ্ন শৃঙ্গালের সম লুকাইয়া মুখ,

অন্ধকারে থেকো সবে অন্তঃপুরমাঝে ।

একটি মিনতি শুধু রাখিও আমার—

দেব দিনকর—যেন কালি হ'তে,

মণিপু্রে নাহি দেখে পুরুষের মুখ ।

সম্রাট। ক্ষমা কর রাজা—লজ্জা নাহি দেহ ।  
সব দ্বন্দ্ব—সব দ্বিধা দূর হ'য়ে গেছে ;  
আমরাও কালি রণে ভেটিব পাণ্ডবে,  
সুদূর হস্তিনা হ'তে আগত অর্জুনে—  
দিব বুঝাইয়া—

মণিপুর-পুরুষেরা নহে কাপুরুষ ।

বক্র । তবে ছুটে এসমণিপুরবাসী যে আছ যেখানে ।  
রক্ত পতাকার তলে—দলে দলো হও সমবেত,  
প্রলয় নির্যোধে কর সমর ঘোষণা,  
হুক্মারিয়া কহ সবে জয়—জয় মণিপুর—  
পাণ্ডবের দন্ত দণ্ড পড়িবে খসিয়া ।

[ প্রাসাদ-শিখর হইতে বক্র রক্তপতাকা লইয়া সঞ্চালন করিতে  
ঘোর শব্দে যুদ্ধের বাজনা বাজিয়া উঠিল । দলে দলে মণিপুরবাসী  
ছুটিয়া আসিয়া সেই পতাকার তলে সমবেত হইয়া  
“জয় মণিপুর” বলিয়া গর্জন করিয়া উঠিল ]

## পঞ্চম অঙ্ক

রণস্থল

সাত্যকী ও বৃষকেতু

বৃষকেতু । হে সাত্যকী—  
বুঝিতে পাবি না কেন  
জনার্দন চলি গেল শিবির ছাড়িয়া !

সাত্যকী । ক্ষুদ্র মণিপুর—তার সনে রণ,  
নাহি কিছু চিন্তা ভাবনার ;

- তাই কেশব চলিয়া গেছে ।  
 বিপদেব সম্ভাবনা থাকিত যতুপি,  
 অর্জুনে ত্যজিয়া কভু যেত না চলিয়া ।
- বৃথকেতু । ক্ষুদ্র মণিপুং বলি উপেক্ষা করো না তুমি ।  
 সাত্যকী । পাণ্ডবের বিজয় বাহিনী  
 দেশ-দেশান্তরে করিয়া ভ্রমণ,  
 করি পরাজয় শত শত ক্ষত্র বীরগণে—  
 মণিপুংরে আসি সামান্য বালকে হেরি,  
 সভরে কাঁপিবে,  
 হস্তাকর এর হ'তে কি আছে জগতে !
- বৃথকেতু । সামান্য বালক বধি বক্রবাহে ভাবিও না কভু ।  
 জনার নন্দন বীর প্রবীরেবে  
 সামান্য বালক বলি ভেবেছিল সবে ।  
 কিন্তু যুদ্ধকালে হ'ল বিপরীত ।  
 বমনীর মোহে জ্ঞান লুপ্ত কবিয়া তাহার  
 কত কষ্টে বধিতে হইল তারে ।
- সাত্যকী । প্রবীরেবে ?  
 সতী-লক্ষ্মী জননার আশীষ-চুষন,  
 চর্ভেছ বর্ম্মের মত রেখেছিল ঘেরিয়া তাহারে ।  
 তার সনে—বক্রবাহনের হয় না তুলনা ।
- বৃথকেতু । কেন ?  
 সাত্যকী । শোন নাই তুমি ?  
 কলঙ্কিনী চিত্রাঙ্গদা—নহে সাধবী সতী,  
 তার গর্ভে বক্রবাহ আরজ সন্তান । .
- বৃথকেতু । বিশ্বাস করি না আমি ।

সাত্যকী । কহিয়াছে আপনি মাধব—তারে অবিশ্বাস !

কৃষ্ণ কভু মিথ্যা কহে ?

বৃষকেতু । স্বকথ্য উদ্ধারতরে—

বাড়াইতে ধর্মের গৌরব—

মিথ্যা কথা মাধবের নহেক নূতন ।

সাত্যকী । বৃষকেতু—ওই হের,

যুদ্ধতরে স্তসজ্জিত পাণ্ডব বাহিনী ।

কেন নাহি হেরি ধনঞ্জয়ে !

বৃষকেতু । নাহি জানি ;

কালি হ'তে অত্যন্ত বিমর্ষ তিনি ।

শুনিলাম সারাবাত্রি শিবিরেব মাঝে,

চারিদিকে ঘুবেছেন উন্মত্তের মত ।

বোধ হয়—

বক্রবাহে আপন সন্তান বলি দারণা তাঁহান ;

তাই এই অন্তর্দ্বন্দ্ব তার ।

সাত্যকী । কৃষ্ণ-বাক্য অবিশ্বাস কবিছে অর্জুন !

বুঝিলাম—নহে শুভ যুদ্ধফল আজি

বৃষকেতু । ওই দেখ—মণিপুর-সৈন্যগণ

হইতেছে অগ্রসর রণক্ষেত্রমুখে ।

যাও তুমি রুকোদরপাশে,

আমি দেগি কোণায় পিতৃব্য ।

[ বিপরীত দিকে উভয়ে প্রস্থান । ]

( ইব' ও বক্রবাহনের প্রবেশ )

হরা । কালি নিশাকালে মন্দিরের মাঝে

ধ্যানে যবে ছিন্ন নিমগন,



জ্যোতির্ময়ী দেবী এক,

দেখা দিয়া মোরে—

সযতনে দিল এই মঙ্গপূত শর ।

বলেছেন দেবী

গঙ্গামন্ত্র উচ্চারিয়া ত্যজিলে এ বাণ,

মহাকাল পিনাকীরে পার বিমুখিতে ।

• সাবধানে—সযতনে রাখ নিজ পাশে,

জেনো স্তনিশ্চয়—মৃত্যুবান অর্জুনের ইহা ।

বক্র । ভক্তিভাবে করিষ্ঠ গ্রহণ ।

ইবা । শোন বক্র—দেবী আরো বলেছেন কহিতে তোমারে—

অতি কূট—অতি ছলী সেই তৃতীয় পাণ্ডব ।

পুত্র পুত্র বলি মায়াকান্না কত সে কাঁদিবে ।

সাবধান—ভুলিও না যেন সেই মায়ামোহে তুমি ।

বক্র । মাতার নয়ন-জল

পারে নাই টলাইতে প্রতিজ্ঞা আমার ।

অর্জুনের কিবা সাধ্য পণভঙ্গ করিবে আমার !

ইবা । মাতৃনাম করিয়া স্মরণ—

রণে বীর হও অগ্রসর ।

পাণ্ডবের একটা সৈনিক যেন

ফিরে নাহি যেতে পারে মণিপুর হ'তে ; •

কেহ যদি কোন মতে প্রাণ নিয়ে করে পলায়ন—

মাতার কলঙ্ক কথা দিকে দিকে হইবে প্রচার,

অপযশে ছেয়ে যাবে সমস্ত জগৎ ।

ওই—ওই হের—বৃদ্ধ মাতামহ প্রাণপণে করিছে সমর ।

মত্ত মাতঙ্গের সম,

গদাহস্তে ভীমসেন যায় চারিদিকে—  
 কেহ তারে নিবারিতে নারে ;  
 মণিপুর-সৈন্যমাঝে ওঠে হাহাকার ।  
 যাও যাও বীর—বিলম্ব ক'রো না আর,  
 ভীমসেনে করি পরাজিত  
 অর্জুনের হও সম্মুখীন ।  
 রক্তে তার ভিজাইয়া ধরণীর বুক—  
 শাস্তি দাও যে কহিল আরজ তোমারে,  
 যে কহিল কলঙ্কিনী জননী তোমার ।

[ উভয়ের প্রস্থান

( ধীরে ধীরে অর্জুনের প্রবেশ )

অর্জুন । যুদ্ধ—যুদ্ধ—যুদ্ধ—  
 চারিদিকে হত্যা বিভীষিকা ।  
 ভীমসেন হংসধ্বজ নীলধ্বজ আদি  
 প্রাণপণে করিছে সমর ;  
 আর আমি যুদ্ধক্ষেত্রে হ'তে দাঁড়াইয়া দূরে,  
স্থির নেত্রে চেয়ে আছি আকাশের পানে ।  
 সত্যই কি আমি ধনঞ্জয়—  
 গাভীর টঙ্কারে যার কাঁপিত ভুবন,  
 নাম শুনি শত্রুকুল উঠিত কাঁপিয়া ।  
 এ কি হ'ল !  
 কেন এই অবসাদ !  
 দৃঢ় করে ধরিতে পারি না ধর্ম্ম ।  
 নারায়ণ—নারায়ণ—  
 চির-সখা চির-প্রভু পাতকী পার্থের—  
 কেন তুমি শক্তিহীন করিলে আমারে !

( সাত্যকীর প্রবেশ )

সাত্যকী । ধনঞ্জয়—ধনঞ্জয়—

ওই দেখ ছত্রভঙ্গ সমস্ত বাহিনী ;

নায়কবিহীন অসহায় সৈন্যগণ,

প্রাণভয়ে করে পলায়ন ;

বৃকোদর প্রাণপণে নিবারিতে নাহে ।

অৰ্জুন । শীঘ্র যাও হে সাত্যকী—রক্ষা কর ভীমে ।

সাত্যকী । আমি হ'তে সেই কার্য্য হইলে সম্ভব,  
রণ ত্যজি তব পাশে নাহি আসিতাম ।

অৰ্জুন । সাত্যকী—সাত্যকী—

অবসাদে দেহমন আচ্ছন্ন আমার ।

বার বার চেষ্টা করিয়াছি—

দৃঢ় করে ধনু আর পারি না ধরিতে ।

সাত্যকী । কালি হ'তে এই দুর্বলতা লক্ষ্য করিয়াছি,

গুনিয়াছি—জানিয়াছি কারণ তাহার ।

অগৎকারণ পতিতপাবন

শ্রীকৃষ্ণের দেববাক্যে কর অবিশ্বাস ?

সেথা হস্তিনানগরে রাজ্য যুধিষ্ঠির,

আকুল অন্তরে ব'সে আছে প্রতীক্ষার তব,

মাধবের মহাসাধ—

অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ করি সমাপন,

পাণ্ডবের কীৰ্ত্তিস্তম্ভ

চিরোজ্জ্বল করিবে সে অগতের মাঝে ;

আর তুমি—শ্রেষ্ঠসখা শ্রেষ্ঠভক্ত শ্রীকৃষ্ণের,

নিশ্চেষ্ট বসিয়া আছ সমর ত্যজিয়া ?

অৰ্জুন । হে সাত্যকী—

বৃথা উত্তেজিত করিছ আমারে ।

মনে কর অৰ্জুন মরিয়া গেছে,

অশ্বমেধ যজ্ঞঅশ্ব করিয়া উদ্ধার,

পার যদি—

মহাযজ্ঞ কেশবের কর উদ্‌ঘাপন ।

সাত্যকী । অৰ্জুন—অৰ্জুন—

ওই হের ছিন্নভিন্ন পাণ্ডব বাহিনী ;

শৈথিল্যে তোমার—কি দারুণ পরাজয় পাণ্ডবের আজি ।

বক্রবাহ-রণে কারো নাহিক নিস্তার,

ওই দেখ—বাণে বাণে ছেয়ে গেছে গগনমণ্ডল ।

অৰ্জুন । কি অভূত সমরকোশল !

আপনি ভার্গব যেন আসিয়াছে রণে

ক্ষত্রকুল করিতে নিধন ।

যুবনাথ, অনুশাব,

নীলধ্বজ, হংসধ্বজ, শাস্ত্র, বুকোদর

মানি পরাভব পলাইছে সমর তাজিয়া ।

মহাদম্ভী ক্ষত্রিয়ের দর্পচূর্ণকারী

কে তুমি বালক—কে তুমি বালক !

( অৰ্জুন মহা আনন্দে করতালি দিতে লাগিল )

সাত্যকী । হেন রণ কভু দেখি নাই ।

অৰ্জুন । সাত্যকী—সাত্যকী—কোন বালকেরে,

হেন রণ করিবারে দেখেছো কখনো ?

সাত্যকী । ইয়া—দেখিয়াছি আরো একদিন,

অভিমত্রে যেই দিন সপ্তরথী বধে ।

সিংহশিশু ফেরুপাল মাঝে  
হাসিতে হাসিতে রণকৌড়া কেমনে যে করে,  
সেইদিন দেখিয়াছি আমি ।

অৰ্জুন । সাত্যকী—

অভিমন্যু আর বক্রবাহ মাঝে  
শ্রেষ্ঠ বলি কারে মনে হয় ?

সাত্যকী । অভিমন্যু—অভিমন্যু, বক্রবাহ—বক্রবাহ ।

তবে আজিকার রণ হেরি মোর মনে লয়  
শ্রেষ্ঠতর বক্রবাহ ।

অৰ্জুন । বক্রবাহ—বক্রবাহ—

( অৰ্জুন আনন্দে প্রায় নৃত্য করিতে লাগিল,

এমন সময় ত্রীকূষের প্রবেশ )

বুঝিয়াছি জনার্দন সব ছলনা তোমার ;

নিজ সিদ্ধি হেতু

পিতা-পুত্রে চাহ তুমি বাধাইতে রণ ?

সন্তানের হাতে পিতার মরণ হ'লে

বাড়ে যদি মহিমা তোমার—

কেন তুমি কহিলে না মোরে ?

বক্ষের শোণিত দিয়া

আমি নিজে বাড়াতাম তোমার গৌরব ।

ত্রীকূষ । হে সাত্যকী—

শীঘ্র যাও বৃকোদর পাশে ;

অবিলম্বে যাইতেছি আমি ।

( সাত্যকীর প্রস্থান )

হে অৰ্জুন—এ কি তব হীন আচরণ ?

অর্জুন । হীন আচরণ !

শ্রীকৃষ্ণ । ই্যা—হীন আচরণ !

তুমিই না সেনাপতি—অশ্বের রক্ষক !

তবে—তাজি রণ

কেন তুমি রহিয়াছ দূরে পলাইয়া ?

অর্জুন । মনে আছে নারায়ণ,

তুমি নিজে বুঝাইয়া ক'য়েছিলে যোরে—

কুরুক্ষেত্র রণজয়ী পাণ্ডব বিপক্ষে

কোন রাজ্য করিবে না অঙ্গুলী হেলন !

অশ্বের রক্ষক হয়ে আমি শুধু রহিব সঙ্গিতে—

অস্ত্র ধরিবার প্রয়োজন হবে না কখনো !

তাই আমি আসিয়াছি সাথে—নহে যুদ্ধতরে ।

কিন্তু সেইদিন মহাভুল করেছিলে তুমি ;

বীর হীন নহে বসুন্ধরা,

কার্যকালে দেখিয়াছ—আরও দেখিবে ।

সত্য ক্ষত্র যেবা, গর্বোন্নত শির তার

করিবে না নত কভু পাণ্ডবের কাছে ।

শ্রীকৃষ্ণ । তাই যদি হয়—

যুদ্ধ করি তাহাদের দাও বুঝাইয়া,

শৌর্য্যে বীর্য্যে ধরামাঝে পাণ্ডব প্রধান ।

অর্জুন । যুদ্ধ—যুদ্ধ !

হে কেশব—লক্ষ লক্ষ ক্ষত্রিয়ের রক্ত করি পান,

এখনো কি মিটে নাই শোণিতের তৃষা

পুষ্পোজ্জ্বলা চিরন্নিষ্ঠা শ্রামা ধরণীর ?

এখনো কি শকুনি গৃধিনী সব

ক্ষুধায় কাতর হয়ে কঁাদিছে সঘনে ?

সৃষ্টি করি মহারণ তাই নারায়ণ

জাগাইছ মহাত্রাস ধরণীর মাঝে ?

শ্রীকৃষ্ণ । হে অৰ্জুন—করিও না ভুল ,  
কভু নহে ইচ্ছা মোর বৃথা রক্তপাত ।

কিন্তু কেহ যদি করে অপরাধ

শাস্তি দিতে অবশ্য উচিত !

অৰ্জুন । অপরাধ !

যদি অগ্র কারো অশ্বমেধ যজ্ঞঅশ্ব

গর্বিত লিখন বহি ললাটে তাহার—

আমাদের রাজ্যমাঝে করয়ে ভ্রমণ,

কহ নারায়ণ—সত্য যদি ক্ষত্র মোরা

কিবা উচিত মোদের ?

নহে কি উচিত—বাঁধি রাখি যজ্ঞঅশ্ব

বিপক্ষেরে বীরদর্পে সমরে আহ্বান !

নিরুত্তর কেন হে মাধব ?

কিবা অপরাধ করিয়াছে বক্রবাহ,

যাহে হস্তিনার সিংহাসনতলে

করজোড়ে রহিবে দাঁড়িয়ে ?

রাখিতে অটুট মোর বংশের সম্মান—

আমি যদি অপরেরে আহ্বানি সমরে,

তবে অপরেও যদি হয়ে উপেক্ষিত—

রণক্ষেত্রে আমাদের করয়ে আহ্বান,

কহ—কোন্ অপরাধে অপরাধী হইবে তাহার ?

শ্রীকৃষ্ণ । কিবা হেতু এ যজ্ঞের—

সাম্রাজ্যের সংস্থাপনে কিবা শুভফল,  
আর একদিন তাহা দিব বুঝাইয়া ।  
তুচ্ছ কার্য্যে কোন দিন নহি ব্যস্ত আমি ;  
স্থির জেনো—এ যজ্ঞের আছে মহা প্রয়োজন ।

অর্জুন । তাই যদি হয় কর তবে যজ্ঞ-অমুষ্ঠান ।

কিন্তু যদুপতি ক্ষমা কর মোরে—  
এই যুদ্ধে কভু আমি অস্ত্র না ধরিব ।

শ্রীকৃষ্ণ । হে অর্জুন—ক্ষত্রিয় গৌরব হ'য়ে  
ক্ষাত্রধর্ম্য পালনে বিমুগ্ধ তুমি ?

অর্জুন । ক্ষাত্রধর্ম্য, ক্ষাত্রধর্ম্য !

বলিতে চাহ কি কৃষ্ণ—ক্ষত্রিয়েরা নহেক যামুহ !  
চাহ কি বলিতে—মানবদে পদাঘাত ধর্ম্য ক্ষত্রিয়ের ?

শ্রীকৃষ্ণ । সখা—উত্তপ্ত হ'য়েছে আজি মস্তিষ্ক তোমার,  
তাই বলিতেছ বহু প্রলাপ বচন ।

অর্জুন । মনে পড়ে নারায়ণ—

যেইদিন সংসপ্তক সনে কুরুক্ষেত্রে হ'ল মহারণ ?

সারাদিন পরে বধিয়া তাদের

শ্বেদসিক্ত ললাট মুছিয়া যবে ফেলিহু নিঃশ্বাস—

দেখিলাম দিন অবসান ;

পশ্চিম গগনপ্রাস্ত

রক্তটীকা পরিয়াছে আপন ললাটে ।

অকস্মাৎ নাহি জানি প্রাণ কেন হ'ল উচাটন ;

শিবিরের পানে তীরবেগে চালাইলে রথ,

মনে হ'ল গতিহীন তাহা ।

সন্ধ্যার আঁধার ক্রমে ছাইল ভুবন,



দূর হ'তে দেখিলাম নিস্তরু শিবির—  
 প্রেতপুরীসম অন্ধকারে ঢাকিয়াছে আপনার মুখ  
 মনে হ'ল অশ্রুট ক্রন্দনধ্বনি বাতাসে মিশিয়া  
 শিবিরের চারিপাশে ভাসিতেছে যেন ।  
 দ্রুতগতি প্রবেশিয়া শিবির মাঝারে,  
 দেখিলাম পৌরজন সবে  
 নয়নের ধারে ভাসাইছে বুক,  
 ভূমিশয্যাপরে কাঁদিছে স্রুভদ্রা ;  
 চীৎকারি উঠিলু আমি—  
 'অভিমত্যা—কোথা অভিমত্যা মোর'—  
 কণ্ঠ শুনি অর্ন্তস্বরে কহিল স্রুভদ্রা  
 'নাই—ওগো নাই সে আমার' ।

শ্রীকৃষ্ণ । স্থির হও—স্থির হও সখা !  
 অর্জুন । কুরুক্ষেত্রে—লক্ষ লক্ষ জননীরে  
 পুত্রহীনা করিয়াছি আমি ।  
 পুত্রহারা হ'য়ে তাহারও ঠিক স্রুভদ্রার মত  
 করেছিল তীব্র আর্তনাদ ।  
 কী যে জালা পুত্রশোকে আমি বুঝিয়াছি ;  
 জেনে শুনে সেই শেল  
 কারো বুকে নারায়ণ নারিব হানিতে ।

শ্রীকৃষ্ণ । হে অর্জুন—  
 এতদিন মোর সনে  
 বৃথা তুমি করিলে সখ্যতা ।  
 এখনো কি বোঝ নাই তুমি—  
 এ সংসার মারার আগার ।

মহাজ্ঞানী যেবা—

তার কাছে জন্মমৃত্যু উভয় সমান

অর্জুন । নারায়ণ—

কখনো কি উত্তরার মুখখানি দেখিয়াছ চাহি ?

কোন্ অপরাধ করেছিল অবোধ বালিকা—

যাহে অকালে বৈধব্যজালা সহিতেছে আজি ।

যখনই দেখি তার স্নান মুখখানি,

মনে হয়—তুষানল জ্বলে রাখি বুকের মাঝারে ।

নরঘাতী মহাপাপী আমি—

আমারি পাপেতে আজি এই দশা তার ।

শ্রীকৃষ্ণ । অর্জুন—অর্জুন,

দিব্যবাণ বন্দ্রবাহ করেছে সন্ধান—

বৃষকেতু প্রাণপণে নিবারিতে নারে ।

অর্জুন । ( বিচলিত ভাবে ) বৃষকেতু ! বৃষকেতু !

শ্রীকৃষ্ণ । কি দেখিছ হতভাগা—

বৃষকেতু নিহত সমরে ।

অর্জুন । হায় বৃষকেতু !

তোমারেও আজি পুত্র হারাইয়া রণে ।

একমাত্র বংশধর সে যে পাণ্ডবের—

কহ নারায়ণ—তারে ছাড়ি,

কেমনে যাইব আমি হস্তিনায় ফিরি ।

শ্রীকৃষ্ণ । সত্যই তো—

যখনি শুনিবে লোকে

তুমি বিগ্ৰহমান বৃষকেতু হ'য়েছে নিহত,

অবিলম্বে বৃষ্টিবে সকলে—

তারে বাঁচাবার কোন চেষ্টা করো নাই তুমি ।

জানে সবে বাল্যকাল হ'তে

কর্ণ সনে বিরোধ তোমার ।

লোকে কবে—যদিও মরেছে কর্ণ,

তবু তুমি ভোলো নাই বাল্যের বিশ্বাস ।

তাই অসহায় শিশুপুত্রে তার

স্বইচ্ছায় ছেড়ে দেছ মৃত্যুর কবলে ।

কহিবে সকলে—

তুমি নিজে তার মৃত্যুর কারণ ।

অৰ্জুন । আমি !

শ্রীকৃষ্ণ । হ্যাঁ তুমি ।

সব্যাসাচি ! এখনো সময় আছে—

ভেঙে ফেল মোহের শৃঙ্খল ।

ক্ষণিকের এই অবসাদ

মন হ'তে ঝেড়ে যেনে দাঁও ;

ক্ষুধিত শাদ্দুলসম—

উজ্জ্বলবেগে শত্রুবৃকে পড় বাঁপাইয়া ।

দণ্ড দাঁও—দাঁও দণ্ড—

যে বধেছে পুত্রাধিক পুত্রেরে তোমার ।

অৰ্জুন । নিয়তি লিখন কৃষ্ণ—তোমার কি দোষ ?

যাও নারায়ণ সারথীয়ে কহ,

রথ লয়ে আসিতে এখানে ।

[ শ্রীকৃষ্ণের অস্থান

অৰ্জুন । দুর্ব্বার বন্ধার মত নির্দ্বন্দ্ব নিয়তি—

ভেবেছ কি পদানত করিবে আমারে !

ভেবেছ কি রক্তজাঁথি দেখিয়া তোমার—

দাসত্ব লিখে দেব তোমার চরণে !

না—না—আমি পার্থ—বিশ্বত্ৰাসী ধনঞ্জয় আমি,

দাসত্বের কলঙ্কতিলক

পরি নাই কভু আমি ললাটে আমার ;

এতদিন মানি নাই তোরে—

আজ্ঞা মানিব না ।

বক্র । ( নেপথ্য ) কোথা পার্থ কোথা ধনঞ্জয় ?

অর্জুন । ওরে—কে ডাকে আমারে !

ওরে অভি—ওরে পুত্র—ওরে দেবদূত—

আমার চোখের জল মুছাবার তরে,

মূর্তি নিয়ে এলি কিরে

কঠিন ধরার পরে—

( কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া অর্জুন উন্নতের মত ছুটিল ।

এমন সময় বক্রবাহ ও ইরার প্রবেশ )

বক্র । নমস্কার পদে তব তৃতীয় পাণ্ডব ।

অর্জুন । একি—তুমি—

বক্র । ভয় নাই বীর ।

জ্ঞারজ্ঞের স্পর্শে কলুষিত করিষু না

দেব অঙ্গ তব ।

আসিয়াছি দিতে তোমা অতি দুঃসংবাদ

পাণ্ডব-শিবিরে আর কোন বীর নাই,

যার সনে যুদ্ধ করি রণসাপ মিটাইতে পারি ।

তাই দ্বৈরথ সময়ে করিতেছি আহ্বান তোমারে ।

অর্জুন । যুদ্ধ—যুদ্ধ—যুদ্ধ তোরি সনে !

ওরে রণসাধ মিটাবরে তোর,  
কিন্তু তার পূর্বে—রে বালক—  
রাখ্ একটা মিনতি মোর—

বক্র । মিনতি !

ভুবনবিজয়ী বীর—সতীর নন্দন তুমি—  
জারজ্বরে করিছ মিনতি !

অর্জুন । ক্ষণতরে ভুলে যা রে সব অপরাধ,  
ভুলে যা রে কহিয়াছি যত কটু বাণী ;  
ভুলে যা রে—স্বণ্য পদাঘাত !

ভুলে গিয়ে সব—  
একবার কাছে আয়—আয় কাছে মোর,  
একবার আয় তুই বৃকের মাঝারে ।

ইরা । ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্য নহে—  
শত্রুরে দেখাতে বীর স্নেহের উচ্ছ্বাস ।  
জ্ঞান নাকি সতীর নন্দন—  
কুলটার স্মৃতে আদরে ধরিলে বৃকে  
ধর্ম্যনষ্ট হইবে তোমার !

অর্জুন । কে তুমি বালিকা বৃথা লজ্জা দিতেছ আমারে ?  
ইরা । তোমার মতন দেব-অংশে নহে জনম আমার,  
পরিচয় দিঁলে পারিবেনা চিনিতে আমারে ।

অসভ্য পার্শ্বত্যা বাল্য—  
সভ্যতার রত্নীন আলোক  
এখনও পশে নাই অন্তরে আমার ;  
ভাষা দিয়া অন্তরের কুটিলতা যত,  
আনি নাকো ঢাকিবারে ঠিক তোমাদের মত !

তাই শত্রু—শত্রু চিরদিন, মিত্র—চির মিত্র য়োর ।  
 যাক—বৃথা বাক্যে নাহি প্রয়োজন ;  
 শোন ধনঞ্জয়—স্বামী য়োর মাগিতেছে বৈরথ সমর—  
 সাধ্য হয় রণ-আশ মিটাও তাহার ।  
 পাণ্ডবের কুললক্ষ্মী জননী আমার—  
 তুমিও কি বুঝিবে না অন্তরের ব্যথা !  
 ধরনী-সীমান্তগামী বিরাট সাম্রাজ্য  
 সত্য বটে করগত পাণ্ডবের আজি,  
 পাণ্ডবের কীৰ্ত্তি হেরি বিস্মিত জগৎ,  
 স্বর্গ হ'তে দেবতার করে আশীর্বাদ ।  
 জানে সবে—বিশ্বজয়ী অর্জুনের সম  
 আর কেহ নহে সুখী জগতের মাঝে,  
 কিন্তু একমাত্র অন্তর্যামী ভগবান জানে  
 আমার মন দুঃখী কেহ নাহি আর ।  
 মমতায়<sup>১</sup> তচ্ছবি নারী যে বে তই—  
 তুই যাগো কোস্নে কঠোর-  
 সর্বদক্ষা নিয়তির মত ।  
 ভারতের সর্বাপেক্ষা গর্বোন্নত শির,  
 নত আজি তোদের নিকটে ।  
 ক্ষমা—ওরে ক্ষমা কর য়োরে ।  
 না—না—না—ক্ষমা নাই আমার নিকট ।  
 নারীর লাজ্জনাকারী গর্বিত ফাস্তনী—  
 ভুলে গেছ জননীরে কয়েছ কুলটা ?  
 মরণ নিকট তাই চাহিতেছ ক্ষমা !  
 আমি যে আজি—আমি কভু ক্ষমা না করিব ।

অন্ত ধর বীরবর—কিবাফল বিলম্ব করিয়া ।

তোমার আমার দুজন্য—

একলঙ্গে বেঁচে থাকা হমে না কখনো ;

আজি রণে একজন মরিবে নিশ্চয় ।

অর্জুন ।

যুদ্ধে কিবা পরিণাম তাল জানি আমি,

তার তরে কোন ক্ষেপ্ত—কোন ডর নাই ।

আজন্মের পিপাসার্ত্ত অন্তর লইয়া

স্বরণেও শাস্তি নাহি পাব ।

জানি আমি কত বড় অপরাধ করিয়াছি তোমার নিকটে

কিন্তু তবু মুহূর্ত্তের তরে ক্ষমা কর মোরে ।

বক্র ।

কেন তুমি জননীয়ে कहিলে কুগটী ?

কি দোষ সে করেছিল চরণে তোমার ?

সত্য যদি অপরাধী জননী আমার—

কেন তুমি নিজে শাস্তি নাহি দিলে

কেন তুমি হত্যা করিলে না ?

গর্ভভক্ষণ অভ্যাশিনী জননী আমার

তোমার চরণ-ধ্যানে সম্মাসিনী প্রায়—

জারে তুমি কলঙ্কিনী कहিলে কেনে

না—না—শত্রু তুমি মোর—

অন্ত নাও—অন্ত নাও তুমি ।

অর্জুন ।

তাই হোক তবে ।

হও অগ্রসর—

অন্তশব্দে হইয়া সজ্জিত—অবিলম্বে তেটিব তোমারে ।

বক্র ।

না আজ্ঞা বীরবর—প্রণাম চরণে—

‘অঙ্কন’ । ওরে উপেক্ষিত - ওরে নিম্নোচিত মস্তান আর  
 আমি নিজে দিমাছি লোপিতা,  
 কলঙ্কর ঘন আলি চিরস্থায়ী লক্ষ্যেতে  
 তোব পিতা বন্ধুর শোণিত মাঝে  
 প্রামাণ্যিত কারিবে তাহার ।

[অঙ্কনের প্রস্থান]

(চিগবন্ধের প্রবেশ)

চিগবন্ধ ॥ কোথা বন্ধুগো !

চারি দিকে খুঁজি আয় - কোথাও না পাইবু মস্তান  
 ওবে কি ঘটেছে কোন বিনয়-তাহার ?  
 কোন স্থানে যিহে যাব প্রাণীদের ধামে ।  
 চিত্তাশ্রয়-স্থানে মন,  
 কোথা তার নয়নের নিধি কি কহিব তারে ?  
 হায় বান্ধব - কি নিষ্ঠুর রাক্ষস হস্তে ।

(বন্ধুগোবর্ধনের প্রবেশ)

বন্ধু । স্নাতক - চিন্তিত কি আর এত শোণিত -  
 কাশ্য ?

চিগ । তার বৃত্ত বন্ধ ?

বন্ধু । মোর শিবা উপশিবা ধামে



বহিতেছে যেই শোণিতের ধারা—

তারে তুমি পার না চিনিতে ?

চিত্র । তবে কি অৰ্জুন—

বক্র । হ্যা—পার্শ্বে নথ করিয়াছি আমি—

বর্ষে বর্ষে পালিয়াছি অ্যদেশ তোমার ।

চিত্ররথ । ধনু বক্রবাহ—ধনু বীরত্ব তোমার ।

মণিপুর মান তুমি রাণিলে অটুট ;

বাড়াইলে ধরণীতে ধর্মের গৌরব ।

বক্র । মাতামহ—মাতামহ—

মানবের তপ্তরক্ত পারে কি কহিতে কথা ?

চিত্ররথ । সে কি বক্র ?

বক্র । অৰ্জুনের রক্তবিন্দু পাইয়াছে মানবের ভাষা ।

ওই—ওই শোন উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছে মোরে—

নির্দয় সন্তান ফিরে আয়—

একবার ফিরে আয় পিতৃবক্ষে মোর ।

চিত্ররথ । বক্র—বক্র—

বক্র । এ তো নহে পিতৃরক্ত—এ যে তপ্ত লৌহদাবা—

মেদ-মজ্জা-মাংস মোর করিতেছে ভেদ ।

অসহ্য যাতনা পারি না সহিতে আর ।

ধর—ধর মাতামহ ওই শাণিত ছুরিকা,

পিতৃরক্তে কলঙ্কিত হাত দুটি ছিন্ন ক'বে দাও—

পারে ধরি মাতামহ ছিন্ন ক'বে দাও ।

চিত্ররথ । শ্মির হও—শ্মির হও ভাই ।

তুমি যদি হও এমন অশ্মির—

কেমনে বুঝাব জননীয়ে তব ।

বক্ষ । জননী । জননী ।  
 ললাট হইতে মার  
 অলঙ্ক সিন্দুররেখা নিজ হাতে দিয়াছি মুছায়ে ;  
 পিতৃরক্তে কলঙ্কিত হাত দুটা নিয়ে  
 কেমনে দাঁড়াব আমি মাতার সম্মুখে ?  
 না—না—না—এ জীবনে এই মুখ দেখাব না তাঁরে ।

[ বক্তব্যাহনের প্রস্থান ]

( শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ )

শ্রীকৃষ্ণ । চিত্ররথ—চিনিতে পার কি মোরে ?  
 চিত্র । এ কি । ব্রাহ্মণ—তুমি ।  
 এতক্ষণে চিনেছি তোমারে—তুমিই কেশব ।

( পদগুলি লইতে গেল )

শ্রীকৃষ্ণ । কি কর—কি কর—  
 বৃদ্ধ তুমি—পূজ্য তুমি মোর ।  
 চিত্র । হে মাধব—অজ্ঞান অদম আমি ।  
 যদি করে থাকি অপরাধ চরণে তোমার—  
 কেন নাহি শাস্তি দিলে প্রভু ?  
 এ হেন লজ্জার মাঝে কেন ফেলিলে আমারে ।

শ্রীকৃষ্ণ । বীরোচিত কার্য করিয়াছ,  
 লজ্জা কেন চিত্ররথ ?

চিত্র । রাজপুরে কেমনে ঘাইব ?  
 স্বামীশীনা চিত্রাঙ্গদা মায়ে  
 কি বলে সাধন দিব ?

শ্রীকৃষ্ণ । দূর নাহি হও চিত্ররথ ।  
 পাতালে অনন্ত নাগ উলুপীর পিতা,

অমৃত নামেতে মণি আছে তার পাশে ।

উলুপীর কাছে পাইয়া সন্ধান

আনিবারে সেই মণি—

যোগ্য লোক গিয়াছে পাতালে ।

মণির পরশে

অবিলম্বে ধনঞ্জয় প্রাণ ফিরে পাবে ।

চিত্র ।

ধনু—ধনু তুমি দেব জনার্দন :

কহ প্রভু—

প্রচারিতে কোন মহিমা তোমার

পিতাপুত্রে এই রণ ঘটাইলে তুমি ?

শ্রীকৃষ্ণ ।

জাহ্নবীর অভিশাপ—

আপন সন্তান-করে মরিবে যাস্তনী ।

বক্রবাহ ছাড়া অৰ্জুনের পুত্র কেহ নাহিক জীবিত ।

তাই পুরাইতে অভিশাপ,

ব্রাহ্মণের বেশে উত্তেজিত করি তোমাদের

এই রণ ঘটায়েছি আমি ।

চিত্র ।

এতক্ষণে বুঝিলাম সব ।

পতিত পাবন তুমি বিশ্বের ঈশ্বর—

তোমার ইচ্ছায় হয় সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ।

কিস্ত প্রভু—

ধনঞ্জয় অবিলম্বে না হ'লে জীবিত

চিত্রাঙ্গদা মা আমার বাঁচিবে না প্রাণে ।

শ্রীকৃষ্ণ ।

ভয় নাই চিতরথ ।

সত্য মহাছলি আমি,

কিস্ত সতীর নিকট

চিরদিন শিশুর সমান ।

চিত্রাঙ্গদা মহাসতী—সতীকুলরাণী,

তাহার চোখের জল দেখিতে কি পারি ?

অই আসে চিত্রাঙ্গদা

বুঝাইয়া শাস্ত কর তারে ;

সাথে লয়ে অৰ্জুনেরে অবিলম্বে আদিব ফিরিয়া ।

[ শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান

( অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিতা চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ ,

চিত্রাঙ্গদা ।

রণ—রণ দেহ

মণিপুর-কর্ণার গন্ধৰ্বপ্রধান ।

স্নেহাতুর পার্থে যদি ভাবিবাছ মনে

জিনিয়াছ পাণ্ডববাহিনী—

মহানন্দে মত্ত তাই হয়েছ সকলে ?

জান না কি—চিত্রাঙ্গদা পাণ্ডব-ঘণণী,

অৰ্জুনের ধর্মপত্নী এখনো জীবিত ?

শোনো—শোনো তুমি গন্ধৰ্ব ঈশ্বর—

মণিপুর-ধ্বংস আজি প্রতিজ্ঞা আমার ;

পার যদি রক্ষা কব—বাধা দেহ মোরে ।

শত্রুরথ ।

শাস্ত হও জননী আমার ।

আমি যে পিতৃব্য তোর

করজোড়ে ক্ষমাভিক্ষা চাহি তোর পাশে ।

চিত্রাঙ্গদা ।

ক্ষমা !

মনে আছে—সকাতর অসুখোদ—মোর অশ্রুজল ?

মনে আছে—গর্ভ ভরে কবেছিলে উপেক্ষা তখন ?

না—না—না—

- অতিহিংসাপরায়ণা রমণীর কাছে  
 ক্ষমা নাহি পাবে স্বামীহস্তা নৃশংসের দল ।
- চিহ্নরথ । যাতা, শোকাচ্ছন্ন জ্ঞানহীনা তুমি—  
 গৃহে ফিরে চল ।
- চিহ্নাঙ্গনা । গৃহ ?  
 কোথা গৃহ মোর ?  
 রাজপুরীমাঝে ?  
 স্বামীঘাতী পিশাচেরা রয়েছে যেখানে,  
 মোর স্বামী হত্যা করি  
 যেথা তারা করিছে উৎসব—  
 ভেবেছ কি সেথা আমি ঘাইব ফিরিয়া ?  
 পার্শ্ব যেথা ভূমি পরে রয়েছে পড়িয়া,  
 যেথা তার মুক্ত আত্মা  
 নিষ্পল্লব দেহের পানে সজল নয়নে চাহি  
 ধরা হ'তে চিরতরে লয়েছে বিদায়—  
 সেই গৃহ—সেই তীর্থ—মহাতীর্থ মোর ।  
 শরজালে মণিপুর করিব নিমূল  
 তারপর নিজহস্তে সাজাইয়া চিতা—  
 সহস্রতা হব অর্জুনের ।
- চিহ্নরথ । ক্ষমা কর বক্রবাহে জননী আমার—  
 হ'লেও সে শত অপরাধী—সে তো তোমারি সন্তা
- চিহ্নাঙ্গনা । কে মোর সন্তান ?

আমার সন্তান হ'লে  
মোর বক্ষে হানিত কি শেল—

পঞ্চম অঙ্ক

১১৭

পারিত কি পিতৃহত্যা করিতে কখনো ?  
না—না—পুত্র নাই—পুত্রহীনা আমি—  
কোন দিন পুত্র ছিল না আমার ।

চিত্রাঙ্গদা । শ্বির হও মাতা—  
পাতালে গিয়াছে বক্র আনিতে অমৃত মণি,  
স্পর্শে যার ধনঞ্জয় প্রাণ ফিরে পাবে ।

চিত্রাঙ্গদা । এখনও প্রতারণা করিছ আমাবে !  
ভাবিয়াছ শোক বাঞ্ছা ভুলাইবে মোরে ?  
ডাক—ডাক সেই পিতৃহত্যা অধম বর্ব্বরে,  
সাদ্য থাকে মোর সাথে কঙ্কর সময় ।  
শরমুখে উপাড়িয়া ক্ষুদ্র মণিপুর  
রেণু রেণু করি উড়াব আকাশে—  
পার যদি বাধা দেহ রাজপ্রতিনিধি ।  
সপ্ততল ভেদ করি  
ছুটে এস প্রলয়ের ভীম জলোচ্ছ্বাস,  
বিশ্বনাশি দাবানল—  
ওঠ জ্বলি দাউ দাউ ভীম প্রভঞ্নে—  
ধ্বংস কর—ধ্বংস কর মণিপুর ।

( চিত্রাঙ্গদা শর নিক্ষেপ করিল । পৃথিবী ভেদ করিয়া ভীষণ জলের স্রোত  
উর্ধ্বে উঠিতে লাগিল । চারিদিকে অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল ।  
সেই জলোচ্ছ্বাসের ভিতর হইতে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন,  
বক্রবাহন ও ইরা বাহির হইল )



